রাঁচি, রবিবার
15:10:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >> 015 >> 27 Ashwin 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০১৫ >> << ২৭শে, আশ্বিন ১৪৩০>>

সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতির প্রশ্নে গণভোটে সায় দিলেন না অস্ট্রেলীয়রা

সিডনি ঃ অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে অনুষ্ঠিত গণভোটে দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। আজ শনিবার অস্ট্রেলিয়ায় এই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় অর্ধেক ভোট গণনায় দেখা যায়, ৫৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ 'না' ও ৪২.৬৫ শতাংশ 'হ্যাঁ' ভোট পেড়েছে।

অস্ট্রেলীয়রা যে স্থানীয় আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার বিপক্ষে, তার আভাস আগেই দিয়েছিল দেশটির গণমাধ্যমগুলো। অস্ট্রেলিয়ার সম্প্রচারমাধ্যম এবিসি ও অন্য টেলিভিশনগুলোর পূর্বাভাস ছিল নিউ সাউথ ওয়েলস, তাসমানিয়া, কুইন্সল্যান্ড ও সাউথ অস্ট্রেলিয়া এই চার রাজ্যের মানুষ দেশটির ১২২ বছরের পুরোনো সংবিধানে পরিবর্তন আনার বিপক্ষেই ভোট দেবেন।

গণভোট সফল হতে অস্ট্রেলিয়াজুড়ে হওয়া 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়ার দরকার ছিল। পাশাপাশি ছয় রাজ্যের মধ্যে অন্তত চারটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ 'হ্যাঁ' ভোট দরকার ছিল। পৃথক টাইম জোন হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে এখনো ভোট গ্রহণ চলছে। তবে এর আগেই স্পষ্ট হয়েছে গণভোটের ফল।

'ভয়েস টু পার্লামেন্ট' নামের একটি আদিবাসী পরিষদ গঠন করার মধ্য দিয়ে আদিবাসী ও টরেস স্ট্রেইট আইল্যান্ডের মানুষের সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রশ্নেই এই গণভোট আয়োজন করা হয়েছিল।

গণভোটে বিপক্ষে রায় আসায় হতাশ দীর্ঘদিন ধরে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে প্রচার চালানো দেশটির আদিবাসী নেতা থমাস মায়ো। এবিসি নিউজকে তিনি বলেন, 'আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। সংবিধানে আমাদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি কণ্ঠস্বর প্রয়োজন। কাঠামোগত পরিবর্তন চাই আমরা।'

অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যা আড়াই কোটির বেশি। এর মধ্যে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ আদিবাসী। প্রায় ৬০ হাজার বছর ধরে অঞ্চলটিতে বসবাস করে আসছেন তাঁরা। তবে এরপরও দেশটির সংবিধানে আদিবাসীদের উল্লেখ নেই। সামাজিক আর্থিক দিক থেকেও তারা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী।

লেবানন সীমান্তে ইসরাইলি গোলাবর্ষণে রয়টার্সের ভিডিওগ্রাহক নিহত, আহত ৬ জন

তুরস্কঃ লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল সীমান্তে সংঘর্ষের খবর সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের উপরে ইসরাইলি গোলা আঘাত হানে। ঐ ঘটনায় রয়টার্সের একজন ভিডিওগ্রাহক নিহত এবং আরও ছয়জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক চিত্রগ্রাহক গোলাবর্ষণের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং রয়টার্সের ভিডিওগ্রাফার ইসাম আবদুল্লাহর মরদেহএবং আহত আরও ছয়জনকে দেখতে পান। তাদের কয়েকজনকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাৎক্ষণিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ছবিতে একটি পুড়ে যাওয়া গাড়ি দেখা গেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের ভিডিওগ্রাহক ইসাম আবদুল্লাহ নিহত হয়েছেন। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে যে আবদুল্লাহ লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে রয়টার্সের একটি দলের সঙ্গে ছিলেন,যারা সেখান থেকে সরাসরি সিগন্যাল সরবরাহ করছিলেন।

গাজায় স্থল অভিযান শুরু হয়েছে জানিয়েছে ইসরাইলের সেনাবাহিনী

তেল আবিবঃ .ইসরাইল বলেছে, ট্যাঙ্কের সহযোগিতায় পদাতিক বাহিনী গাজায় স্থানীয়ভাবে অভিযান চালিয়েছে। .হামাস কর্মকর্তা বলেছেন, আমরা গাজার উত্তরাঞ্চলের এবং গাজা শহরের জনগণকে নিজেদের বাড়িতে থাকতে বলেছি। ইসরাইলের সেনাবাহিনী বলেছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গাজাবাসী নিজেদের বাঁচাতে দক্ষিণ অভিমুখে চলে যাচ্ছে। ইসরাইল বলেছে, শুক্রবার তাদের পদাতিক বাহিনী এবং ট্যাঙ্কগুলো, গাজা উপত্যকার অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে, ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাস যোদ্ধারা মারাত্মক তাণ্ডব চালায়। এরপর, বিমান হামলা শুরু করে ইসরাইল। হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে, এক সপ্তাহ পর বিমান হামলা থেকে স্থল অভিযান শুরু করার বিষয়ে এটি হলো প্রথম ঘোষণা। ইসরাইল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলের ১০ লাখের বেশি বাসিন্দাকে ওই অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।এর পর, শুক্রবার গাজার বহু বাসিন্দা ইসরাইলের আক্রমণ থেকে বাঁচতে বাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করে। হামাস তাদেরকে এই অঞ্চল ছেড়ে না যেতে বলেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

বাজার দর
SENSEX : 66272.74 -125.65
NIFTY : 19751.05 -42.96

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	18.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .23 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .45 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী)
58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইসরাইল থেকে ভারতীয় নাগরিকদের উদ্ধারে শুরু 'অপারেশন অজয়', প্রথম দফায় ফিরলেন ২১২ জন

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইসরাইলএ আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধারে শুরু হওয়া 'অপারেশন অজয়'-এর প্রথম চার্টার উড়ানে শুক্রবার ১৩ অক্টোবর ভারতে ফিরলেন ২১২ জন ভারতীয় নাগরিক। এরমধ্যে রয়েছে এক জন শিশু ও ২১১ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক। শুক্রবার ভারতীয় সময় সকালে, দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় বিশেষ এই বিমানটি। বৃহস্পতিবার ১২ অক্টোবর, স্থানীয় সময় রাত ১০টা ১৪ মিনিটে, ইসরাইলএর রাজধানী তেল আভিবএর বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর থেকে ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছিল 'অপারেশন অজয়'। উদ্ধার হওয়া যাত্রীদের স্বাগত জানাতে শুক্রবার বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর।

ইসরাইলহামাস যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইসরাইলএ আটকে পড়া বেশ কয়েকজন ভারতীয় নাগরিককে দেশে ফিরতে সাহায্য করেছে কেন্দ্র। সেখানে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে বৃহস্পতিবার ১২ অক্টোবর থেকেই 'অপারেশন অজয়' এর মিশন শুরু হয়েছিল। বুধবার ১১ অক্টোবর রাতে এ বিষয়ে এক্স হ্যান্ডল (পূর্ববর্তী ট্যুইটার)-এ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর লিখেছিলেন, যে সকল ভারতীয় এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইসরাইল থেকে দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগে অপারেশন অজয় চালু করা হচ্ছে। বিশেষ চার্টার ফ্লাইট এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভিনদেশে আটকে পড়া আমাদের দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় দেখভালের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভারত সরকার আগেই জানিয়েছিল যে, ইসরাইলএ প্রায় ১৮,০০০ ভারতীয় থাকেন।

তারা এইসময় যেভাবেই হোক, দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই শুরু হয় 'অপারেশন অজয়'। ১১ অক্টোবর রাতেই ইসরাইলএর ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলা হয়, গত কয়েক দিনের যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে অনেক নাগরিকই দেশে ফিরতে চেয়ে দূতাবাসে আবেদন করেছেন। শুক্রবার ইসরাইল থেকে নাগরিকদের নিয়ে দেশে ফিরেছে প্রথম উড়ান। ধাপে ধাপে সকলকেই ভারতে ফেরানো হবে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রক।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গাজার জন্য মানবিক করিডর তৈরি 'সঠিক কাজ' ঃ হোয়াইট হাউজ

নিউ ইয়র্ক ঃ ফিলিস্তিনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস সপ্তাহান্তে হামলা চালালে তার জবাবে ইসরাইল সামরিক অভিযান তীব্রতর করেছে। এদিকে, মানবিক সহায়তার আহ্বানের প্রতিধ্বনি করল হোয়াইট হাউজও। সেই সঙ্গে গাজা থেকে করিডর তৈরির কথাও বলা হয়েছে। এই অঞ্চলে বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কূটনীতিক হাজির হয়েছেন। তিনি দু'দিকেই দ্রুত কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। ত্রাণ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মানবিক সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্লেষকরা বলেন, ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কোনও সহজ সমাধান নেই। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন বিষয়ক পরিচালক জন কার্বি বলেন, ফিলিস্তিনের মানুষের জন্য বর্তমান মানবিক সহায়তার প্রয়োজন বিষয়ে ইসরাইলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমরা কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছি। ফিলিস্তিনিরা এখানেও নিগ্রহের শিকার। মানবিক করিডর তৈরি নিয়ে হোয়াইট হাউজের ভাবনা বিষয়ে ভিওএর প্রশ্নের উত্তরে কার্বি বলেন, এটাই সঠিক কাজ। এই সপ্তাহে হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তারা বলেছেন, সম্ভাব্য মানবিক করিডর বিষয়ে তাঁরা মিশরের সঙ্গে কথা বলছেন। গাজা ভূখন্ড থেকে মাত্র দুটি সরকারি প্রস্থানপথ রয়েছে। মূল পথটিতে ইসরাইল মঙ্গলবার বোমা ফেলেছে। এই পথ মিশরের মধ্যে দিয়ে গেছে। অন্য পথটি গেছে ইসরাইলে। মানবিক গোষ্ঠীগুলি ও জাতিসংঘ আসন্ন সংকটের বিষয়ে সতর্ক করেছে, যেহেতু ইসরাইলি সামরিক বাহিনী গাজা ভূখন্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গাজা ভূখন্ড আয়তনে ওয়াশিংটন ডিসির দ্বিগুণ এবং এখানে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ বসবাস করেন। এমনটাই অনুমান সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুকএর। জাতিসংঘের মানবিক বিষয় সংক্রান্ত সমন্বয় দফতরের হামাদা আল বায়েরি বলেন, গাজায় এক সেঃিটমিটারও নিরাপদ জায়গা নেই। বেসামরিক নাগরিক বা মানবিক গোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য এ পর্যন্ত কোনও বিপদমুক্ত স্থান বা করিডর নেই।

বিবেচনা ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে

যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ৬০০ কোটি ডলারের প্রাপ্যতার ওপর অবরোধ আরোপ করতে পারে

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বন্দি বিনিময় চুক্তির অংশ হিসেবে ইরানের তেল রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত ৬০০ কোটি ডলার দেশটির জন্য লভ্য করা হয়। এই অর্থে ইরানের উপলব্ধতা বাধাগ্রস্ত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানদের চাপের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বাইডেন প্রশাসন ইঙ্গিত দিয়েছে যে, তারা ওই অর্থ আবার আটকে দেবার বিষয়ে বিবেচনা করছে।

ইরান সমর্থিত জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস ইসরাইলে সহিংস হামলা চালানোর এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা এ বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এই হামলায় ১৩০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং শিশু ও বৃদ্ধসহ প্রায় ১৫০ জনকে জিম্মি করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন ইসরাইলে কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করার সময় সংবাদদাতাদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এখনো তহবিল বিতরণে আনুষ্ঠানিকভাবে বাধা দিতে পারে।

একাধিক সংবাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়্যালি অ্যাডেইমো হাউজ ডেমোক্র্যাটদের সাথে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বলেছেন, ওই অর্থ এত তাড়াতাড়ি কোথাও যাচ্ছে না। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বৈঠকে অন্তত অস্থায়ী বিধিনিষেধের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কার্বি হোয়াইট হাউজে তহবিলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চলমান কোনো আলোচনার বিষয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেছেন।

তিনি বলেন, কূটনৈতিক আলোচনার বিষয়ে আমি কোনোভাবেই কথা বলবো না। তাই আমি আপনাদের যা বলতে পারি তা হলো, সেই অর্থের প্রতিটি পয়সা এখনো কাতারের একটি ব্যাংকে জমা আছে। এর একটি পয়সাও ব্যয় করা হয়নি।

ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মভিটে

মিলন মন্ডল

নদীয়া ঃ কালজয়ী 'কাজলা দিদি' কবিতার স্রষ্টা কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মভিটে তথা নদীয়া জেলার হোগোলবেড়িয়া থানার অন্তর্গত যমশেরপুরের প্রাসাদসম বাগচী বাড়ি আজ কালের অবিচারে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। পড়ে আছে জরাজীর্ণ ধ্বংসপ্রায় অট্টালিকা, ভেঙে পড়ছে খিলান সিংহদুয়ার। দ্বিশতাধিক বছরের পুরনো পালকিটি আজ ঢাকা ধুলোর আস্তরণে। কবির লাইব্রেরিরও শোচনীয় অবস্থা। উৎসুক মনে কবির বাড়ি দেখতে এসে অনেকেরই মন হয়ে ওঠে ব্যথিত।

পুরোনো বাগচী বাড়ির আনুমানিক বয়স প্রায় আড়াইশো বছর। মনে করা হয়, সৃষ্টিধর বাগচী অবিভক্ত নদিয়ার যমশেরপুর গ্রামে কাঁচা ঘরের পরিবর্তন ঘটিয়ে যে পাকা গৃহের পত্তন করেন সেই বাড়িটিই ধীরে ধীরে প্রাসাদসম 'বাগচী বাড়ি' হয়ে উঠেছিল। এই বাড়িতে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী জন্ম গ্রহণ করলেও পরে তিনি পিতা মাতার সাথে 'নতুন বাগচী বাড়ি' তে বসবাস করতেন। যা পিতা হরিমোহন বাগচী পুরাতন বাগচী বাড়ির অনতিদূরে নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৩২ – ৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে পুরাতন বাগচী বাড়িতে প্রচলিত রীতি অনুসারে আজও দূর্গাপূজো হয়ে আসছে। বাগচী বাড়ির দূর্গাপূজোকে কেন্দ্র করে অতীত দিনের ন্যায় এখনো গ্রামের মানুষ সমান আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন বহু মানুষ। কেউ আসেন দেবী দর্শনে আবার কেউ আসেন ইতিহাসের সাক্ষ্যকে চাক্ষুষ করতে। তবে, এই পাঁচদিনের শেষে আবারো অবহেলার দিনে গোনা শুরু হয় বাগচী বাড়ির।

সপ্তাহখানেক আগে প্রবল বর্ষণের কারণে ঐতিহ্যবাহী পুরাতন বাগচী বাড়ির এক অংশ ভেঙে পড়েছে। যমশেরপুর ও সংলগ্ন এলাকার মানুষজন দীর্ঘদিন বাগচী বাড়িকে হেরিটেজ হিসাবে স্বীকৃতির জন্য দাবী জানিয়ে আসছে। একথা বলা যেতেই পারে যদি শীঘ্রই রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা না করা হয় তবে ঐতিহ্যশালী বাগচী বাড়ির সলিল সমাধি শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। যা হয়তো আমাদেরকে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে অপরাধী বানিয়ে দেবে।

আসন্ন কালীপূজা উপলক্ষে ছলঝলিয়া সমন্বয় ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক সাধারণ সভা

মালদা ঃ আসন্ন কালীপূজা উপলক্ষে ছলঝলিয়া সমন্বয় ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক সাধারণ সভা। জেলার বিগ বাজেট কালীপুজোর মধ্যে একটি হলো সমন্বয় ক্লাবের কালীপুজো। এই পুজো দেখতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে সেখানে। তাই এবারেরও পুজো যাতে নিরাপত্তার কোন খামতি না ঘটে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে করা যায় সেই লক্ষ্যেই প্রতি বছরের ন্যায় এবারো বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়।

সভাই উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারী, সম্পাদক রমেশ মাহাতো, কোষাধক্ষ্য সুভাষ চন্দ্র নাগ, সদস্য বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ ক্লাবের আরো অন্যান্য সদস্যরা।

বার্ষিক সাধারণ সভায় ক্লাবের সারা বছরের আয় ব্যায়ের হিসাব তুলে ধরা হয় পাশাপাশি কালীপুজো কিভাবে সম্পন্ন করা যায় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

জলে ডুবে মৃত্যু এক যুবকের

শিলিগুড়ি জলে ডুবে মৃত্যু শিলিগুড়ি শাওর সংলগ্ন মাতিগারার তুলসি নগর এলাকা সংলগ্ন মহানন্দা নদী থেকে এক যুবকের নিথর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তে নেমে একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। যদিও স্থানীয়দের দাবি, খুন করা হয়েছে ওই যুবককে। শুক্রবার সকালে তুলসি নগর এলাকা সংলগ্ন এলাকায় মহানন্দার জলে এক যুবকের নিথর দেহ নজরে আসে স্থানীয়দের। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় মাটিগাড়া থানায়। পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম অনিল সাহানী। তিনি পুর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয়দের আশঙ্কা হয়তো কেউ বা কারা তাকে মারধর করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। তাদের কথায়, ওই এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা হয়। এর আগেও একাধিক মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ওই এলাকা থেকে। ঘটনায় আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে এলাকাজুড়ে।

নিকাশির বেহাল দশার কারণে কালভার্টের জলে জলমগ্ন গ্রাম। গ্রামে নেই কোন রাস্তা, নেই নিকাশি

মালদা ঃ নিকাশির বেহাল দশার কারণে কালভার্টের জলে জলমগ্ন গ্রাম। গ্রামে নেই কোন রাস্তা, নেই নিকাশি। চূড়ান্ত হয়রানির শিকার গ্রামবাসী।কর্দমাক্ত গ্রামের রাস্তায় কোমর সমান জল। জল ঢুকে গেছে বাড়িতেও। ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গ্রাম জুড়ে। প্রশাসন বা পঞ্চায়েত থেকে মিলছেনা ন্যূনতম পরিষেবা। ক্ষোভ জমছে এলাকাবাসীর মনে। যদিও এলাকাবাসীর সমস্যা নিয়েই অবগত নয় স্থানীয় শাসক দল পরিচালিত পঞ্চায়েত। চাঁচল ১ নং ব্লকের পূর্ব সুজাগঞ্জ এবং সাহেবগঞ্জ এলাকার লোকেরা প্রশ্ন তুলছে পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে।

বালি,পাথর,কয়লা দিয়ে তৃনমূলের শ্রাদ্ধ দিবস বিজেপি নেতার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বালি, পাথর,কয়লা,গোরু,প্রাইমারি টেটের নিযোগপত্র রেখে তৃনমূলের শ্রাদ্ধ দিবস পালন করা হয় বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরার উদ্যোগে চোদ্দো অক্টোবর বোলপুরে । আগত লোকজনদের খাওয়ানো হয় । বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা বলেন, তৃনমূলের শাসনকালে মানুষ অত্যাচারিত তৃনমূলকে বর্জন করেছে । তৃনমূলকে মুছে দিতে চাইছে । তৃনমূলের পক্ষে শ্রাদ্ধ করার কেউ নেই তাই মহালয়ার পুন্যতিথিতে তৃনমূলের শ্রাদ্ধ দিবস পালন করা হয় । শ্রাদ্ধের পর নিয়মানুযায়ী আগত লোকজনদের খাওয়ানো হয় ।

লেখক সুনীল কুমার দে দ্বারা রচিত ইতিহাসিক ধার্মিক পুস্তক, মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনার , হলো উন্মোচন

লেখক সুনীল কুমার দে পটকার হীরা,উনাকে সরকারী সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করবো ঃ বিধায়ক সঞ্জীব সরদার

পোটকাঃ পূর্ব নির্ধারিত কার্য্য সূচি অনুসারে আজ তারিখ ১৪ই অক্টোবর মহালয়ার পুন্য লগ্নে মুক্তেশ্বর ধাম হরিনাতে ঝাড়খন্ডের প্রসিদ্ধ কবি ও লেখক দ্বারা রচিত ইতিহাসিক ও ধার্মিক পুস্তক,,মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনার বিধিবত উন্মোচন করা হলো।বেলা ১০ টায় মাতাজী আশ্রমের ভক্ত ও মহিলারা ভক্তিগীতি পরিবেশন করলেন তাদের মধ্যে রেবা গোস্বামী,লোচনা মণ্ডল,সুজাতা মরল,সুনীল কুমার দে,কমল কান্তি ঘোষ ও তড়িৎ মণ্ডল প্রমুখ

ছিলেন।অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি পটকার বিধায়ক সঞ্জীব সরদার ধুপ ও দীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করলেন।বীথিকা মণ্ডল স্বাগত গান ও কমল নায়েক স্বাগত ভাষণ দিলেন।লেখক সুনীল কুমার দে পুস্তকের বিষয় বস্তু র উপর আলোক পাত করলেন ও পুস্তক লিখনে যারা সহযোগ করেছেন তাদের ধন্যবাদ দিলেন।বইটির সম্বন্ধে ও লেখকের সম্বন্ধে শঙ্কর চন্দ্র গোপ,ভবতারণ মণ্ডল,মনোজ কুমার সরদার,সুধাংশু শেখর মিশ্র,বীথিকা মণ্ডল,করুণাময় মণ্ডল,জন্মেঞ্জয় সরদার,দীনেশ সরদার,সনত মণ্ডল ও মুখিয়া সরস্বতী বিস্তার পূর্বক আলোক পাত করলেন।মুখ্য অতিথি বিধায়ক সঞ্জীব সরদার এই মহান কাজ করার জন্য লেখক সুনীল কুমার দে কে ধন্যবাদ জানালেন।তিনি বললেন,,লেখক ও কবি সুনীল কুমার দে আমাদের পটকা অঞ্চলের হীরের টুকরো।উনাকে সরকারী স্তরে সম্মান দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো।অবিলম্বে মুক্তেশ্বর ধাম পর্য্যটন স্তল হতে চলেছে।এই পুস্তক টি একটি গাইডের কাজ করবে।অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন করুণাময় মণ্ডল,সুনীল কুমার দে,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,ভবতারণ মণ্ডল,বিশ্বামিত্র খন্দায়েত,বিকাশ কুমার ভকত,জয় হরি সিংহ মুন্ডা প্রমুখ।সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন সমাজসেবী উজ্জ্বল মণ্ডল।অনুষ্ঠান টিকে সঞ্চালন করলেন রাজকুমার সাহু ও সভাপতিত্ব করলেন মন্দিরের প্রধান পূজারী বজরাঙ্কন দণ্ডপাত।অনুষ্ঠানের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন কমল নায়ক,নিরঞ্জন বারিক আরো অনেকেই।এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণ গোপ,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল, মোহিতোষ সুনীল,মোহিতোষ গোপ,বলরাম গোপ,সাবিত্রী গোপ,ঝর্ণা সাহু,সহদেব মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,কমল কান্তি ঘোষ,অঞ্জলি মণ্ডল,শালমা হাঁসদা,পল্টু মণ্ডল,মনি পাল,অজিত সরদার,আশুতোষ মণ্ডল,নিবারণ মুদি,তপন মণ্ডল,তপন কুমার মণ্ডল,হেমন্ত কুমার মণ্ডল,রিতা মণ্ডল,রিনা মণ্ডল,হীরা লাল দে,তড়িৎ মণ্ডল,মুকুল মণ্ডল,অমল বিশ্বাস,সঞ্জীব সাহ, মৃনাল পাল,ভানু রানা,সঞ্জয় সাহু,ডাক্তার অনুপ মণ্ডল,নিত্যানন্দ গোস্বামী,দেবরঞ্জন মণ্ডল,ঝর্ণা মণ্ডল,অশোক নায়েক,শক্তি পদ রজক,বাকুল মিশ্র,সুধাংশু মণ্ডল আরো অনেকেই।

ভারত নেপাল সীমান্ত থেকে SSB-এর ৪১তম ব্যাটালিয়ন মাদকসহ যুবককে গ্রেপ্তার করেছে

শিলিগুড়ি ঃফের খড়িবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি নিউ মার্কেট এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার হল এক যুবক। ধৃতের নাম রবেন বর্মন(২৩) মঞ্জয়জোতের বাসিন্দা।জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে অভিযান চালায় এসএসবি'র ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা।আটক করা হয় এক যুবককে।যুবককে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৫২ গ্রাম ব্রাউন সুগার।উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা।ধৃতকে পরে খড়িবাড়ি থানার হাতে তুলে দেয় এসএসবি।আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

অবশেষে শপথ নিতে কলকাতা গেলেন ধূপগুড়ি থেকে বিজয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়

জলপাইগুড়ি ঃ সাত সকালে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন ধূপগুড়ি উপ নির্বাচন তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়। অবশেষে ধূপগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায় শপথ গ্রহণের জট কাটতে চলেছে। আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার রাজভবনে শপথ গ্রহণ করবেন ধূপগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়। শপথ গ্রহণের জন্য শুক্রবার সকালে ধূপগুড়ি থেকে সকাল ৬.৩০ নাগাদ বাড়ি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। সকাল ১০.১৫ নাগাদ বিমানে কলকাতা যাচ্ছেন।উল্লেখ্য ধূপগুড়ির বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের নব নির্বাচিত প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায় গত ৮ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশে জয়ী হলেও বিধায়কের শপথ নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়।বিধানসভার স্পিকারের সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফাভাবে ২৩ সেপ্টেম্বর দিন স্থির করে নির্মলচন্দ্র রায়ের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল রাজভবনের তরফে।যদিও সেই চিঠি অনেকটা দেরিতেই পান ধূপগুড়ির বিধায়ক। ততদিনে শপথের দিন পেরিয়ে গিয়েছে।ফের বিধানসভায় নির্মলচন্দ্র রায়ের শপথগ্রহণের অনুমতি চেয়ে রাজ্যপালকে চিঠি দেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।সেই চিঠিও জবাব দেওয়া হয়নি রাজভবনের তরফে এবার ফের শপথের দিনক্ষণ ধার্য করে ধূপগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়কে চিঠি পাঠায় রাজ্যপালরাজভবন থেকেও চিঠি এসেছে, রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রীও ডেকেছেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এদিন সকালে কোলকাতা রওনা হলেন ধূপগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের নবনির্বাচিত প্রার্থী অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র রায়।

প্রাইমারির চাকরির পর এবার রেশন ডিলার পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রায় আট লক্ষ টাকা প্রতারণা

মালদাঃপ্রাইমারির চাকরির পর এবার রেশন ডিলার পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রায় আট লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠলো মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন জেলা পরিষদের তৃণমূলের সদস্য স্বপন মিশ্রের বিরুদ্ধে।ছবিতে দেখা যাচ্ছে স্বপন মিশ্রকে টাকা নিতে।কিন্তু কাজ না হওয়ায় তার স্ত্রীকেও দেখা যাচ্ছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে।যদিও এই ভাইরাল ভিডিও টির সত্যতা যাচাই করেনি নিউজ টাইম।

গোয়ালপোখর থানার গতি গ্রাম পঞ্চায়েতের সেলিয়া এলাকায় তৃণমূল ও নির্দলের মধ্যে সংঘর্ষ, বোমা বাজি

উত্তর দিনাজপুর ঃ গোয়ালপোখর থানার গতি গ্রাম পঞ্চায়েতের সেলিয়া এলাকায় তৃণমূল ও নির্দলের মধ্যে সংঘর্ষ, বোমা বাজি।এই ঘটনায় জখম একজন।স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ইসলাম ও এনামুল এর মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে একটা বিবাদ চলছিল। আজকে সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও বোমাবাজি হয়। এই ঘটনায় একজন জখম হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে।

চোরাই টোটো সহ গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি ঃ টোটো চুরির অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত দুজনের নাম সুমন পাল ও প্রসেনজিৎ সাহা। জানা যায়, গতকাল ভক্তিনগর থানাতে সুভাষনগরের এক বাসিন্দা ভক্তিনগর থানায় টোটো চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে গতকালই প্রথমে সুমন পালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এবং পরবর্তীতে চুরি চাওয়ার টোটো কেনার অভিযোগে প্রসেনজিৎ সাহাকে গ্রেফতার করে। শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস থেকে চুরি যাওয়া টোটা উদ্ধার হয়। ধৃত দুজনকে শুক্রবার পাঠানো হলো জলপাইগুড়ি আদালতে।

মুখ্যমন্ত্রী ও সৌরভের স্পেন সফর নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য অগ্নিমিত্রার

ডায়মন্ডহারবার (সুদেষ্ণা মন্ডল) ঃ সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পের সন্ধানে স্পেন সফরে গিয়েছিলেন । আর সেই স্পেন সফর ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। এবার এই সফরকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার দু'নম্বর ব্লকের কলাগাছিয়া এলাকায় বিজেপির একটি দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করতে আসেন বিজেপি নেত্রী তথা আসানসোল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল। দলীয় কর্মসূচিতে এসে বিস্ফোরক মন্তব্য করে তিনি বলেন, আমাদের টাকায় আপনাদের টাকায় আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ গিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরে কত টাকা খরচা হয়েছে এবং কত টাকার শিল্প এই রাজ্যে এসেছে তার জবাব দিতে হবে। চাকরি আসে আসছে বলে অনেক আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে। বিধানসভা খুললে বিধানসভায় আমরা এই প্রস্তাব রাখবো যে মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরে কত টাকা খরচা হয়েছে এবং কত টাকার শিল্প এই রাজ্যে এসেছে। শুধু মৌ স্বাক্ষর করে যাবেন আর বাংলার মানুষ সেই আশায় বসে থাকবে। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক ভিন্ রাজ্যে গিয়ে মরবে সেটা মানা যায়না। এর পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্পেন সফরকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবস্থান নিয়ে আমরা খুবই হতাশ। উনি আমাদের ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্রিকেট আইকন । উনি ক্রিকেট নিয়েই যদি মেতে থাকযেন তাহলে আমাদের খুব ভালো লাগতো। উনি বলেছেন যে আসানসোলে একটি ওনার কোম্পানি আছে । কিন্তু আমি আসানসোলের মেয়ে আমরা জানিনা আসানসোলে ওনার কোন কোম্পানি আছে কিনা। নতুন কারখানা উদ্বোধনের জন্য সৌরভবাবুর স্পেনে কেন যেতে হল। 'আপনাকে দিয়ে রাজনীতি করাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী আর আপনি সেই রাজনীতিতেই নাচছেন'। আমি রাজনীতির শিকার হয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী যে কথা আপনার মুখ দিয়ে বলাতে চাইছেন আমি সেই কথা বলছেন। উনি গেছেন সেটা ওনার বিষয় এবং উনি কবে শিল্পপতি হয়েছেন এবং কোম্পানির ডিরেক্টরে ওনার নাম নেই কেন। উনার যদি কোন শিল্প হয়ে থাকে সেটা বাংলার মানুষকে জানতে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিতা পল তোপ ডাকলেন। তিনি বললেন অনেক হয়েছে বাংলার মানুষকে বোকা বানানো। বাংলার মানুষ আপনার এই নাটক ধরে ফেলেছে আপনাকে হিসাব দিতে হবে।

চাচপঘুগনি ও মুড়ি নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ প্রাথমিককে চাকরি প্রার্থীদের

ডায়মন্ডহারবার ঃ নিজেদের চাকরির দাবি নিয়ে অভিনব আন্দোলনে সামিল হল ২০০৯ এর প্রাথমিক শিক্ষক নিযোগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় ২০০৯ এর প্রাথমিক শিক্ষক নিযোগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। মূলত চা চপ ও ঝালমুড়ি বিক্রেতা সেজে অভিনব বিক্ষোভে সামিল হয় চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসের সামনে থেকে প্রায় কয়েকশো চাকরি পাচ্ছি না বিক্ষোভ মিছিল বার করে। মূলত এই বিক্ষোভ মিছিল ডায়মন্ডহারবার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের স্টেশন বাজারে এসে শেষ হয় এবং চাকরিপ্রার্থীরা ডায়মন্ডহারবার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। চাকরি প্রার্থীদের রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডায়মন্ডহারবার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এরপর শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের ধ্বস্তাধস্তি। অবশেষ ে অবরোধ তুলতে সক্ষম হয় ডায়মন্ড হারবার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রসঙ্গত,২০০৯ সালে সারা রাজ্যে প্রতিটি জেলায় প্রাইমারির যে সমস্ত চাকরিপ্রার্থী ছিলেন ২০১৪ সালের মধ্যে প্রত্যেকে নিযোগে হয়ে যায়। একমাত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কোন নিযোগে হয়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮৩৪ ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে হাইকোর্ট প্রাইমারি চাকরি প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেন। সেখানে প্রাইমারি বোর্ড ১৫০৬ জনের একটি তালিকা প্রকাশ করে ।দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রাইমারি বোর্ড। বাদ পড়ে থাকে ৩২৮ জন ও আরো ৫ শতাংশ এই নিয়ে ৪১০ জনের মত চাকরি প্রার্থী তাদের কোন তালিকা প্রকাশ হয়নি। পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় চাকরিপ্রার্থীরা। দুই শিক্ষামন্ত্রীর কুশ পুত্তলিকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা। এ বিষয়ে এক চাকরি প্রার্থী তিনি বলেন, আদালতে আইনজীবীরা মিথ্যা কথা বলে সময় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই পূর্ণাঙ্গ প্যানেল সংসদ প্রকাশ করুক। এবং সেই পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের বিজ্ঞপ্তি যেন এই ডিপিএসসি বোর্ডের অফিসে দেয়ালে যেন বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ পায়। আমরা এই বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রাথমিক শিক্ষক সংসদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে আমরা একটি ডেপুটেশন দিয়েছি। এবং উনারা আগামী ৩ তারিখে একটি আলোচনার জন্য আমাদেরকে ডেকেছে। আমরা ঐদিন আবারো আসবো যদি না আমাদের প্রশ্নের সদ উত্তর আমরা না পাই তাহলে আবারও বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা শামিল হব।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

চীনা প্রভাব আটকাতে আমেরিকাকে 'টাকাপয়সা' নিয়ে আসতে হবে¯ এর অর্থ কী?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সম্প্রতি দাবি করেছেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানকে বলেছেন, বাংলাদেশে চীনের প্রভাব আটকাতে হলে আমেরিকাকে 'টাকাপয়সা' নিয়ে আসতে হবে।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ওয়াশিংটনে জ্যাক সুলিভানের সাথে দেখা হওয়ার পর তিনি তাকে বলেছেন আপনারা খালি উপদেশ, আর হুকুম, আর ভয়... ও দিয়ে কিন্তু চায়নারে কনটেইন করা যাবে না। করতে হলে টাকাপয়সা নিয়ে আসেন। উনি আমাকে বললেন যে, উনি চেষ্টা করতেছেন, হি আন্ডারস্টুড ইট। মি. মোমেন জানান, মি. সুলিভান বিষয়টি অনুধাবন করেছেন। একই সাথে তিনি(মি. সুলিভান) জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ২০০ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল তৈরি করতে চায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেয়ার জন্য।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের পর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, বাংলাদেশে কার প্রভাব বেশি থাকবে সে ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ কী না? যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবীর বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় প্রয়োজন হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগ। তবে পশ্চিমা বিশ্ব বাংলাদেশের অবকাঠামোগত খাতে দীর্ঘ সময় ধরেই কোন ধরণের বিনিয়োগ করে না। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমাদের যদি চীনের বিকল্প হিসেবে আসতে হয় বা বাংলাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, তাহলে অবশ্যই বিনিয়োগ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ২০২৩ সালের বিনিয়োগ পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ৩.৪৪ বিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে জ্বালানি খাতে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগইআরডি'র তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের বাংলাদেশ সফরের সময় বিনিয়োগ ও উৎপাদন সক্ষমতা সহযোগিতা জোরদারকরণ সমঝোতা স্মারক সই হয়। এই স্মারকের আওতায় ২০ বিলিয়ন ডলার খরচে ২৭টি প্রকল্পে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। এরমধ্যে অন্তত ২৫টি প্রকল্পে ঋণ দিয়েছে চীন।

চীনের প্রভাব বাড়ছে কেন?

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠান আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউটের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে চীন এখন পর্যন্ত ৭.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্প, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ, ঢাকাআশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ বড় বড় প্রকল্প চীনের অর্থায়নে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া বড় প্রকল্পগুলোতে চীন ঠিকাদার হিসেবেও কাজ করছে। চীনের বিস্তৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সফট পাওয়ার বাড়ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তবে অবকাঠামো খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবীর মনে করেন, এই বিষয়টি এরই মধ্যে পশ্চিমাদের নজরে এসেছে এবং তার এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতেও শুরু করেছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, সম্প্রতি জাপানের হিরোশিমা শহরে জি৭ ভূক্ত দেশগুলোর যে

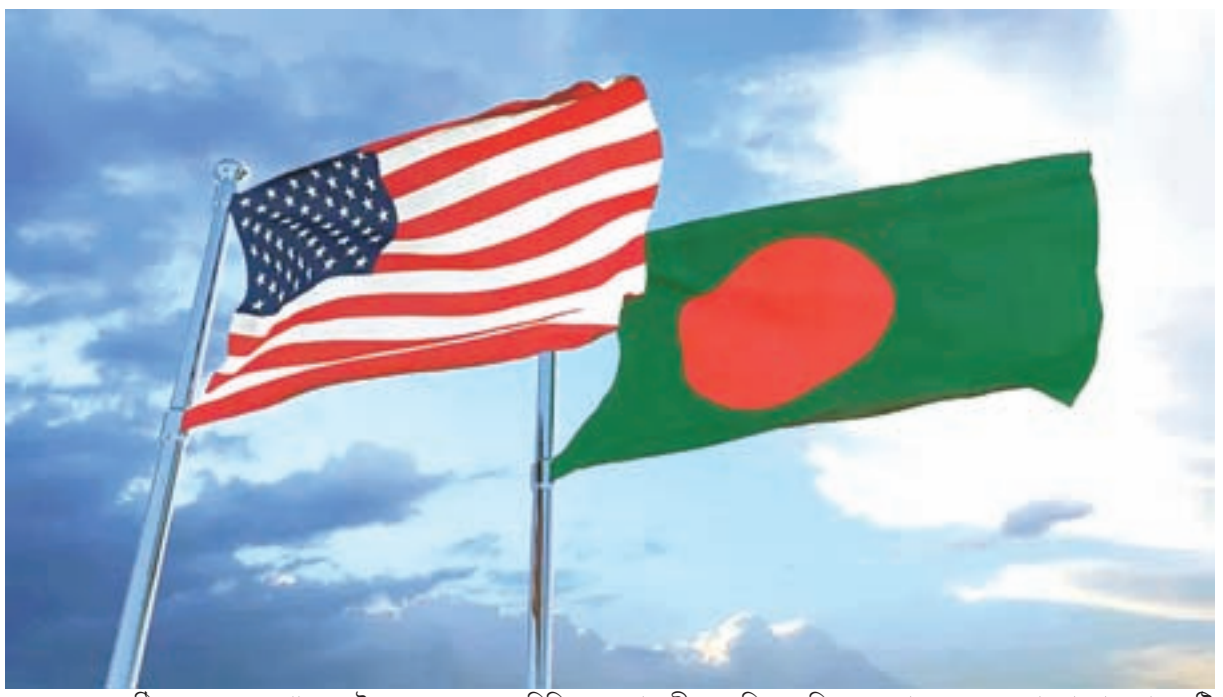

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে এই অঞ্চলে ৬০০ বিলিয়ন ডলার অবকাঠামোগত বিনিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে।

এছাড়া দিল্লিতে জি২০ সম্মেলনেও এই অঞ্চলে বিনিয়োগের বিষয়টি স্থান পেয়েছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকা দেশগুলো বর্তমানে আগ্রহী হচ্ছে বলেও জানান মি. কবীর। সহজ ও আকর্ষণীয় শর্ত ও উপাদান নিয়ে কেউ বিনিয়োগ করতে আসলে বাংলাদেশের সেটা লুফে নেওয়াটাই স্বাভাবিক।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক ড. সাহাব এনাম খান বলেন, বাংলাদেশ এখন চীনের বলয়ে আছে বলাটা ঠিক হবে না। বরং বাংলাদেশ একটা বৈচিত্র্যময় পররাষ্ট্র পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। তবে এট সম্পন্ন হতে সময় লাগবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয়ে চীন এরই মধ্যে বলে দিয়েছে যে তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয়। তবে বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে যুক্তরাষ্ট্রের একটা তাগিদ রয়েছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র এখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার মতো ইস্যুগুলো নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। যাকে বাংলাদেশ সরকার নিজেদের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে হস্তক্ষেপ বলেই মনে করে।

যুক্তরাষ্ট্র কী করবে?

বাংলাদেশে অবকাঠামো খাতে গত ১৫ বছরে চীন বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। রাস্তা, সেতু, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে এবং নানা অবকাঠামো তৈরি করা বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব খাতে উন্নয়নের জন্য বড় ধরণের বিনিয়োগ কিংবা ঋণ দরকার। সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবীর বলেন, বাংলাদেশের অবকাঠামোগত খাতে যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু চীনের মতো বিনিয়োগ করে না, চীনের বিকল্প হিসেবে আসতে হলে বা বাংলাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে অবশ্যই এ খাতে নজর দিতে হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সম্পর্ক আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়টি যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মূল্যবোধের দিক থেকে সম্পর্ক আছে। গণতান্ত্রিক চর্চার বিষয়টিও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া জাতিসংঘের আওতায় বাংলাদেশ যে শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করে সেখানেও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্টতা বজায় রেখে কাজ করতে হয়। কাজেই বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক শুধু অর্থনৈতিক বিবেচনার মধ্যে আনাটা বোধহয় ঠিক হবে না। এটা আরো বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আমরা এটা নিয়ে কাজ করি। অর্থনীতি হয়তো একটা উপাদান। আবার অনেকেই বলছেন, দুই দেশের বিনিয়োগের প্রকৃতি এক নয়। যার কারণে এ খাতে দুই দেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার প্রশ্নটা আসে না।

এ বিষয়ে সাবেক কূটনীতিক তৌহিদ হোসেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ আর চীনের বিনিয়োগ এক জিনিস নয়। চীনারা বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে যুক্ত রয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব প্রকল্পে তারা ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছে।

চীনের যে ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার অঙ্গীকার করেছিল, সেখান থেকে এখনো পর্যন্ত ৭-৮ বিলিয়নের বেশি অর্থ ছাড় হয়নি। তিনি বলেন, চীন প্রজেক্টগুলিতে অর্থ লগ্নি করছে, লোন দিচ্ছে... এবং সেই প্রজেক্টগুলির প্রায় সবগুলিই ওভারপ্রাইজড(অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারিত), যেখানে প্রচুর দুর্নীতির সুযোগ আছে।

মি. হোসেন বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে চীনের মতো এ ধরণের কোন প্রকল্প হাতে নেয়া বা এ ধরণের অর্থ লগ্নি কারাটা সম্ভব নয়। কারণ তাদের দেশের আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র এ ধরণের কোন প্রকল্প হাতে নিতে পারবে না।

তাই বিনিয়োগ দিয়ে চীনের প্রভাব কমিয়ে দিতে হবে এটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয় বলে মনে করেন তিনি।

এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক ড. সাহাব এনাম খান বলেন, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র দুটি দেশই বাংলাদেশের বড় দুই বিনিয়োগকারী দেশ। বাংলাদেশ সব সময়ই এদের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। কারণ দুই দেশই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেকোন একটি দেশকে বাদ দিয়ে আরেকটি নিয়ে ভাবার সুযোগ এখানে নেই। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া মার্কিন সাহায্য সংস্থা ইউএসআইডির মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকারসহ বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা দেয়া হয়।

কিন্তু সেটির অংক অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের মতো অতোটা বড় নয়। সাহাব এনাম খান বলেন, আমেরিকান বিনিয়োগ বা অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্টতা দেশটির পররাষ্ট্র নীতির সাপেক্ষে হয়ে থাকে। আর এই নীতি মূলত দুটি বিষয় প্রকল্পের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার উপর নির্ভরশীল। এ কারণে বাংলাদেশ যদি সামনে বছর গুলোতে আরো বেশি পরিমাণ মার্কিন বিনিয়োগ চায় তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরো বেশি জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার মতে, বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে নিজে থেকেই উদ্যোগি হতে হবে। আর আমেরিকা তখনই প্রো-অ্যাকটিভ হতে পারবে যখন তার স্ট্যান্ডার্ডে অ্যাকাউন্টিবিলিটি ও ট্রান্সপারেন্সি মেজারগুলি নেয়া হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী যদি বলেও থাকেন যে আমেরিকাকে টাকা দিতে হবে তাহলে টাকাটা দিবে কিভাবে? তার তো আইনি জটিলতা আছে।

মি. খান বলেন, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র দুটি দেশই বাংলাদেশের বড় দুই বিনিয়োগকারী দেশ। বাংলাদেশ সব সময়ই এদের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। কারণ দুই দেশই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেকোন একটি দেশকে বাদ দিয়ে আরেকটি নিয়ে ভাবার সুযোগ এখানে নেই।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানী বা ইউএসএইআইডি'র মতো নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে থাকে। তিনি বলেন, আমেরিকান বিনিয়োগ বা অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্টতা দেশটির পররাষ্ট্র নীতির সাপেক্ষে হয়ে থাকে। আর এই নীতি মূলত দুটি বিষয় প্রকল্পের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার উপর নির্ভরশীল। এ কারণে বাংলাদেশ যদি সামনে বছর গুলোতে আরো বেশি পরিমাণ মার্কিন বিনিয়োগ চায় তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরো বেশি জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার মতে, বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে নিজে থেকেই উদ্যোগি হতে হবে। আর আমেরিকা তখনই প্রো-অ্যাকটিভ হতে পারবে যখন তার স্ট্যান্ডার্ডে অ্যাকাউন্টিবিলিটি ও ট্রান্সপারেন্সি মেজারগুলি নেয়া হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী যদি বলেও থাকেন যে আমেরিকাকে টাকা দিতে হবে তাহলে টাকাটা দিবে কিভাবে? তার তো আইনি জটিলতা আছে।

চীনে ইসরাইলি দূতাবাসের কর্মীকে ছুরিকাঘাত সন্দেহভাজন বিদেশী আততায়ী আটক

বেইজিং ঃ চীনের পুলিশ ও ইসরাইলি সরকার জানিয়েছে, বেইজিংএ ইসরাইলি দূতাবাসে কর্মরত ৫০ বছর বয়সী এক ইসরাইলি ব্যক্তিকে একটি সুপারমার্কেটের সামনে শুক্রবার ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। বেইজিং পুলিশ বলেছে, তারা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ৫৩ বছর বয়সী এই ব্যক্তি একজন বিদেশী। পুলিশ জানিয়েছে, ছুরিকাহত ব্যক্তি এক ইসরাইলি কূটনীতিকের পরিবারের সদস্য। এই হামলার পিছনে উদ্দেশ্য কী ছিল তা বলা হয়নি। ইসরাইলি সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই কর্মীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। এর বেশি কিছু জানানো হয়নি। গত শনিবার ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস নজিরবিহীন ও ভয়াবহ হামলা চালায়। তারপর গাজাতে তীব্র বোমাবর্ষণ করে ইসরাইল। এই নিয়ে গোটা বিশ্বে মুসলিমরা শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর রাস্তায় নেমে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান। এমন একটা সময়ে ঘটল এই ছুরিকাঘাতের ঘটনা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিওতে দেখা গেছে, ছুরি হাতে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সঙ্গে মাটিতে ধস্তাধস্তি করছে এবং তাঁকে বেশ কয়েকবার ছুরি দিয়ে আঘাত করছে। এর ফলে

ফুটপাত রক্তে ভেসে যায়। এই এলাকায় কাজের সূত্রে আসা লোকেরা জানিয়েছেন, তাঁরা ভুক্তভোগীটির চিৎকার শুনতে পান। তখন পুলিশের গাড়ি ও একটি অ্যাম্বুলেন্স সেখানে পৌঁছায়। অকুস্থলে পুলিশি বেষ্টনী দিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে রক্ত ধুয়ে ফেলা হয়।

টুকরো খবর

ক্যানাডায় গাঁজা বৈধ করার প্রভাব

কনাডা ঃ পাঁচ বছর আগে ২০১৮ সালের অক্টোবর গাঁজার বিনোদনমূলক ব্যবহার বৈধ করেছিল ক্যানাডা। উদ্দেশ্য ছিল, মাদক সংক্রান্ত জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উন্নতি এবং মাদক কেনাবেচা সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তি কমানো। সেটি সম্ভব হয়েছে কিনা, তা নিয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণা প্রকাশ করেছে ক্যানাডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জার্নাল। এতে দেখা যাচ্ছে গাঁজার ব্যবহার, গাঁজা সেবনের কারণে জরুরি সেবা নেয়ার পরিমাণ, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং গাঁজা সেবন করে গাড়ি চালানোর পরিমাণ হয় বেড়েছে কিংবা একই আছে। তবে গাঁজা ব্যবহার সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে কমেছে বলে গবেষণায় দেখা গেছে। ফলে গাঁজা সেবনের কারণে তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্কদের যে নীচু করা হতো, তা কমেছে বলে গবেষকেরা দাবি করেছেন। আইন অনুযায়ী, ক্যানাডার একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রকাশ্যে সর্বোচ্চ ৩০ গ্রাম (১.০৬ আউন্স) গাঁজা সেবন করতে পারেন। তবে রাজ্যভেদে, ১৮ থেকে ২১ বছরের তরুণরা প্রকাশ্যে গাঁজা সেবন করতে পারেন না। এছাড়া দোকান বা অনলাইনে গাঁজা বিক্রি সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া মানুষ সীমিত পরিমাণে গাঁজার চাষও করতে পারেন। জাতীয় এক জরিপে দেখা গেছে, গাঁজা বৈধ করার পর এর ব্যবহার ২০১৭ সালে ২২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ২৭ শতাংশ হয়েছে। দৈনিক গাঁজা সেবনের হার একই আছে, ২৫ শতাংশ। গাঁজা বৈধ করায় দুইতৃতীয়াংশ গাঁজা ব্যবহারকারীরা এখন বৈধ উৎস থেকে গাঁজা কিনছেন বলে গবেষণায় দেখা গেছে। ফলে খারাপ মানের গাঁজা সেবনের সুযোগ কমেছে।

'আমার এলাকার মানুষ কখনও বলেনি যে জিনিস বেশি দামে কিনেছি'

ঢাকা ঃ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু দাবি করেছেন, তার এলাকার কেউ নিত্যপণ্যের বাড়তি দামের ব্যাপারে অভিযোগ করেননি। খালেদ মুহিউদ্দীন জানতে চায় টকশোর এদিনের বিষয় ছিল দ্রব্যমূল্য ও আইনের শাসন। সেখানে নজরুল ইসলাম বাবু ছাড়াও অতিথি ছিলেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যের দাবি প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের প্রশ্ন ছিল দ্রব্যমূল্য অসহনীয় হবার অভিযোগ কি গণমাধ্যমের তৈরি কি না। জবাবে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, ''নাভিশ্বাস উঠার মতো কোন কারণ নেই।'' তিনি আরো বলেন, ''আমার এলাকার মানুষ কখনও বলেনি যে কোন জিনিস বেশি দামে কিনেছি। যারা দ্রব্য কিনছেন তারা মেনে নিয়েছেন, মানুষের ইনকাম বেড়েছে। সবকিছু মিলিয়ে এটি একটি 'উইন উইন সিচুয়েশন' বিরাজ করছে।'' সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, ''বাজারে একটি সিন্ডিকেট বিদ্যমান আছে, যারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়।'' তিনি বলেন, ''ব্যবসায়ীরা বর্তমান সরকারের কাছ থেকে অনেক সুবিধা নিচ্ছে। একটি অনুষ্ঠানে দেশের ব্যবসায়ীরা সরকারকে বলেন আমরা আপনার সাথে আছি। আপনাকে আমাদের দরকার। আপনিই ক্ষমতায় থাকবেন।'' তিনি আরও যোগ করেন, ''দেশে এমন সরকার দরকার যেটা হবে জবাবদিহিতা মূলক, যারা দায়বদ্ধ থাকবে জনগণের কাছে।'' জনগণের প্রতিনিধি হয়ে, জনগণের সম্পদ দিয়ে, তাদের দেয়া প্রতিনিধিত্বশীলতার সাথে ঠিক কাজটি করতে পারেন কিনা? এমন এক প্রশ্নের জবাবে সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, ''আমাদের পুঁজি হল, বিনিয়োগ হল জনগণ, এই জনগণের সাথে কোন রকম দুই নম্বরি কর্মকাণ্ড করে কখনও রায় পাওয়া যায়না। সবাই সচেতন হয়ে, ভোটের অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রহসন নয়, নির্বাচন বয়কট নয়, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে একসাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সুন্দর সরকার প্রতিষ্ঠা করি।'' একই প্রশ্নের জবাবে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন বলেন, ''২০১৪ এবং ২০১৮ সালে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের গর্ব করার কোন কিছু নেই। সুতরাং বাংলাদেশে ৪ টি নির্বাচন হয়েছে তত্তাবধায়ক সরকারেক অধীনে এবং ঐ নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারাই একমাত্র গর্ব করতে পারে।''

ডিসিইউএনওদের বিলাসবহুল গাড়ির কারণঅকারণ

ঢাকা ঃ জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)দের জন্য ২৬১ টি বিলাসবহুল গাড়ি কিনতে যাচ্ছে সরকার। ৬১টি ডিসিদের জন্য এবং বাকিগুলো ইউএনওদের জন্য। একদিকে সরকারের ব্যয় কমানোর উদ্যোগ, অন্যদিকে ২৬১টি স্পোর্টস ইউটিলিটি গাড়ি (এসইউভি) কেনা এমন স্ববিরোধিতার কারণ কী? ডলার সংকট, রিজার্ভে ঘাটতির মধ্যে সরকার কৃচ্ছ্রতাসাধন নীতি নিয়েছে। এর মধ্যে গাড়ি কেনার উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে পরিকল্পনামন্ত্রী আব্দুল মান্নান বলেন, ''আমার যেসব সহকর্মী এই উদ্যোগ নিয়েছেন, তারা তো বুঝেশুনেই নিয়েছেন। এটা আসলে প্রয়োজন। নির্বাচনের সময় তাদের তো অনেক বেশি মুভমেন্ট থাকবে। এখন তো নির্বাচন বলে সরকার হাতপা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না, যেটা প্রয়োজন সেটা তো করতে হবে।'' প্রশাসনের কর্মকর্তাদের খুশি করার জন্য এই গাড়ি কেনার হিড়িক কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ''এটা সাংবাদিকরা বলতে পারে। তবে আমি মনে করি না। প্রয়োজন বলেই গাড়িগুলো কেনা হচ্ছে।'' বুধবার অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম)-এর আওতায় ৩৮১ কোটি টাকায় এই গাড়ি কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়। সাধারণত মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে অতিরিক্ত সচিব সংবাদ সম্মেলনে করে বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত জানিয়ে থাকেন। তবে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাতে কোনো সংবাদ সম্মেলন করা হয়নি। অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে এমন খাতে অর্থব্যয়ের বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ''নির্বাচনের সময় যদি সরকারি কর্মকর্তাদের মুভমেন্টের জন্য গাড়ির প্রয়োজন হয় তাহলে অন্যভাবেও এটার ব্যবস্থা করা যেতো। তাদের যে গাড়িগুলো আছে, সেগুলো মেরামত করে ঠিক করা যেতো, পাশাপাশি আরও বেশি দরকার হলে মন্ত্রণালয় থেকে রিকুইজিশন দিয়ে গাড়ি নিয়ে তারা ব্যবহার করতে পারেতন। কারণ, নির্বাচনকালীন সরকার তো ছোট থাকে। অনেক মন্ত্রণালয়ের অনেক গাড়ি তখন পড়ে থাকবে। এখন ডলার সংকটের কারণে আমরা ব্যবসায়ীদের এলসি খুলতে দিতে পারছি না। এর মধ্যে এত টাকা দিয়ে গাড়ি না কিনলেও আমার মনে হয় চলতো।'' ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন ও উন্নয়ন বরাদ্দের আওতায় সরকারি অফিসগুলোতে সব ধরনের যানবাহন ক্রয় বন্ধ থাকবে বলে গত জুলাইয়ে এক প্রজ্ঞাপন জারি করে জানায় অর্থ মন্ত্রণালয়। এর মধ্যেই নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত এলো। ডিসি ও ইউএনওদের জন্য যে ২৬১টি মিৎসুবিশি পাজেরো স্পোর্ট কিউএক্স মডেলের গাড়ি কেনা হচ্ছে সেগুলোর প্রতিটি গাড়ির দাম পড়বে এক কোটি ৪৫ লাখ ৮৪ হাজার ৫০০ টাকা। ২৬১টি গাড়ি কিনতে মোট ব্যয় হবে ৩৮১ কোটি টাকা। ডিসি ও ইউএনওরা নির্বাচনের সময় গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী ভূমিকা পালন করেন। সাধারণত ডিসিরা রিটার্নিং অফিসার হিসেবে ও ইউএনওরা সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে কাজ করেন। বিষয়টি নিয়ে সরাসরি সরকারী কর্মকর্তারা কিছু না বললেও নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন কর্মকর্তা বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিরবচ্ছিন্ন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য নতুন গাড়িগুলো কেনা প্রয়োজন, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যও অত্যাবশ্যক।'' তবে এ বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন,রিজার্ভ হ্রাসের এই সংকটময় সময়ে কী বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তকে ন্যায়সঙ্গত করা হয়েছে, তা জনগণকে কেন পরিস্কারভাবে জানানো হচ্ছে না? সরকার ব্যয় কমানোর কথা বলছে, এমন একটি সময়ে যদি এই গাড়িগুলো কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া না হতো, তাহলে সেগুলোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো কারণ থাকতো না। অন্তত এতটুকু এখন বলা যায় যে, তারা যা বলছে, সেটার চর্চা করতে তারাই ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তুষ্ট করার মাত্রা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে হোক, কিংবা নিয়মিত প্রশাসনিক ব্যয়ের অংশ হিসেবেই হোক না কেন, মনে রাখা দরকার যে, এ ধরনের খরচ সাধারণ করদাতাদের বোঝা বাড়াবে, যাদের জীবনে ইতোমধ্যে আর্থিক সংকটের প্রভাব পড়েছে।''

সম্পাদকীয়

ফিলিস্তিন হত্যার রক্তের দাগ পশ্চিমাদের হাতেও সমানভাবে লেগে আছে

ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলি হত্যার সাম্প্রতিক এ ঘটনার দায় শুধু হামাস ও নেতানিয়াহু সরকারের নয়, রক্তের দাগ পশ্চিমাদের হাতেও লেগে রয়েছে। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা ৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকার সন্নিকটে ইসরায়েলি বসতিতে হামলা চালিয়েছে। কিন্তু এ হামলা নির্দিষ্ট কোনো জায়গা থেকে শুরু হয়নি, কিংবা আগে থেকে সতর্কতাও ছিল না। ইসরায়েল দাবি করেছে, তারা কোনো প্ররোচনা দেয়নি। কিন্তু সেটা আমরা কেউই বিশ্বাস করি না। পশ্চিমা দেশগুলোর সরকারগুলো ভালো করেই জানে, গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রকৃতপক্ষে কতটা প্ররোচিত করা হয়েছে। কেননা এসব সরকার দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে আসছে, তাতে সমর্থন দিয়ে আসছে। ফিলিস্তিনিদের তাদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়ন এবং বাকি যাঁরা আছেন, তাঁদের বসতিতে বন্দী করে রাখার ঘটনায় পশ্চিমা সরকারগুলো সমর্থন দিয়ে আসছে। পৃথিবী নামের মা কি তাদের আশ্রয় দেবে না? গত ১৬ বছরে ইসরায়েলের প্রতি পশ্চিমাদের পৃষ্ঠপোষকতা একবারও দোদুল্যমান হয়নি। এমনকি গাজার পশ্চিমাঞ্চলের ছিটমহলকে ইসরায়েল খোলা আকাশের নিচে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কারাগার থেকে ভয়ংকর নির্যাতনের শিবিরে পরিণত করার পরও তাদের সেই সমর্থন একবিন্দুও চিড় ধরেনি।

রেশন করে ফিলিস্তিনিদের খাবার ও বিদ্যুৎজ্বালানি দেওয়া হয়। জীবনের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনগুলো মেটাতে দেওয়া হয় না। ধীরে ধীরে তাঁদের সুপেয় জলের উৎস বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাসপাতালগুলোয় চিকিৎসার উপকরণ ও ওষুধপত্র পৌঁছাতে বাধা দেওয়া হয়। ফলে এটি কোনোভাবেই অজ্ঞানতাজনিত সমস্যা নয়। ইসরায়েলের এসব অপরাধ সম্পর্কে ঠিক সময়েই জানতে পেরেছে পশ্চিমা সরকারগুলো। নিজেদের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের গোপন তারবার্তায় এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অসংখ্য প্রতিবেদনে তারা জাতিবিদ্বেষী রাষ্ট্র ইসরায়েলের অপরাধের কথা জেনে আসছে। এখন পর্যন্ত পশ্চিমা রাজনীতিবিদেরা ইসরায়েলিদের আগ্রাসন বন্ধে কিছুই করেননি। কোনো অর্থপূর্ণ চাপ তাঁরা দেননি। উল্টো তাঁরা ইসরায়েলকে অবারিতভাবে সামরিক, আর্থিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। গাজায় এখন যে বর্বর আচরণ ইসরায়েল শুরু করেছে, তার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব কম দায়ী নয়। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট খাদ্য ও বিদ্যুৎজ্বালানি বন্ধ করে দিয়ে ইসরায়েলে সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা মানবতাবিরোধী অপরাধ। ছিটমহলে খাঁচার মতো আবাসনে বসবাসকারী ফিলিস্তিনি পুরুষনারীশিশুদের তিনি 'মানুষরূপী পশু'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু ইতিহাস বারবার সাক্ষী দিচ্ছে, মানুষের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হলে তার পরিণতি কত ভয়াবহ হয়। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষণা দিয়েছেন যে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে একটা 'দীর্ঘ যুদ্ধ' সামনে। দীর্ঘ যুদ্ধ ওয়াশিংটনের কাছে সব সময়ের জন্য আদরণীয়। কেননা দীর্ঘ যুদ্ধ তাদের সমরাস্ত্র শিল্পের জন্য এবং অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে জনসাধারণের চোখ সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হিসেবে প্রমাণিত। মার্কিন বিমানবাহী রণতরি এখন ফিলিস্তিনের উপকূলের পথে। ইসরায়েলকে ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা পাঠাচ্ছে ওয়াশিংটন। সাধারণ ফিলিস্তিনিদের হত্যায় সেগুলো ব্যবহার করা হবে। ইসরায়েলি সেনাদের জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানোর প্রস্তুতিও চলছে। ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে স্থল আগ্রাসনে ইসরায়েলি সেনারা এসব অস্ত্র ব্যবহার করবেন। আর অবশ্যই ইসরায়েলের জন্য অঢেল অর্থ দেওয়া হবে। এখন বছরে ইসরায়েলকে যে চার বিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়, নিশ্চিতভাবেই তার চেয়ে বেশি হবে। ওয়াশিংটনের পাঠানো সেই অর্থ স্বঘোষিত ফ্যাসিস্ট ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববাদী ইসরায়েলি সরকার শতবিখণ্ড হয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট ভূখণ্ডটুকু নিজেদের দখলের উদ্দেশ্যে ব্যয় করছে। ওয়াশিংটনের সবুজসংকেত পাওয়ামাত্রই ইসরায়েল বাকি ভূখণ্ডটুকু দখলে নিতে নেমে পড়বে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক অবশ্য বাইডেনকে ছাপিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ইসরায়েলের একটি বিশাল পতাকা ওড়ানো হয়েছে। গাজার খাঁচায় বন্দী বাসিন্দাদের ওপর সম্ভবত বোমা ফেলতে সহযোগিতা করার জন্য তিনি 'সামরিক ও গোয়েন্দা' সহযোগিতা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। সত্য হচ্ছে, আজকে যে মহাবিপর্যয়, সেটা পশ্চিমা শক্তির উদাসীনতা, পক্ষপাতিত্ব ও বছরের পর বছর ধরে ফিলিস্তিনি জনসাধারণের বিরুদ্ধে চালানো ইসরায়েলি নৃশংসতার পক্ষে কূটনৈতিক বর্ম গড়ে তোলার বিষয়টি রয়েছে। পশ্চিমাদের এই অকৃপণ সমর্থন এবং পশ্চিমা গণমাধ্যমে বসতি স্থাপনকারীদের ফিলিস্তিনিদের ভূমি চুরি এবং ইসরায়েলি সেনাদের নিপীড়নকে 'মানবিক সংকট' বলে চালিয়ে দেওয়ার যে রেওয়াজ, তার জন্য ইসরায়েলিরা সব সময় অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন।

নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারতকে বিপাকে ফেলা যায়নি

গৌতম হোড়
প্রাবন্ধিক

জা নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে অনেকবার। তার ফলে ভারত যে ভয়ংকর বিপাকে পড়েছে এমন নয়। বরং বেশিদিন সেই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকেনি। ১৯৯৮ সালের কথা। তখন প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সামনের রাস্তার নাম ছিল রেসকোর্স রোড। তার সেই বাসভবনে তখন সাংবাদিক সম্মেলন হতো। অটল বিহারী বাজপেয়ী কখনো পঞ্চবটীতে এসে কখনো বা অন্যত্র সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতেন। সেদিন সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছিল বাসভবনের পাশে পঞ্চবটী বলে একটা লনে। তবে সেদিনের সাজসজ্জা ছিল একটু বিশেষ রকমের। পিছনে ভারতের পতাকা কোনাকুনি করে রাখা। সামনে বাজপেয়ীর বলার জায়গা। সবকিছুর তদারক করতে ব্যস্ত প্রমোদ মহাজন।

কিছুক্ষণ পর বাজপেয়ী এসে জানালেন, ভারত দ্বিতীয়বার পরমাণু বোমার পরীক্ষা করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তখন পিন পড়লেও শব্দ পাওয়া যাবে। বাজপেয়ী কথা বলতেন ধীরে, একটু সময় নিয়ে নিয়ে। টিভি সাংবাদিকেরা বলতেন, প্রচুর ফুটেজ খান। সেই অল্প ব্যবধানকে মনে হচ্ছে দীর্ঘ সময়। ধারে ধীরে বাজপেয়ী কিছুটা বিস্তারে বললেন ঘটনাটা। জানালেন, তিনি যাবেন পোখরানে। পরে প্রমোদ মহাজন বলছিলেন, নরসিমহা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় সবকিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেও চাপের মুখে পড়ে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলেন। বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন, তাদের আরো একবার পরীক্ষা করা দরকার। সেই অনুমতি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন বাজপেয়ী। চরম গোপনীয়তা বজায় রেখে কাকপক্ষিও যাতে টের না পায়, তার ব্যবস্থা করে ভারত এই পরমাণু পরীক্ষা করেছিল।

তার সঙ্গে আরো একটা ব্যবস্থা করতে হয়েছিল বাজপেয়ীকে। কী করে আর্থিক নিষেধাজ্ঞার মোকাবিলা করতে হবে। পরমাণু পরীক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল নিষেধাজ্ঞা। অ্যামেরিকা, ইউরোপের দেশগুলি তো বটেই, তাছাড়াও অনেকগুলি দেশ যে ভারতের উপরে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করবে তা জানা ছিল। ফলে তার জন্য আলাদা প্রস্তুতি নেয়ার দরকার ছিল। আর এটা ভারতের সেই সময়ের নেতাদের কছে ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নরসিমহা রাও যখন যখন এই পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা ভারতের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নয়। আর বাজপেয়ী তো ছিলেন চরম আত্মবিশ্বাসী।

তখন অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন যশবন্ত সিনহা। তিনি ও অন্য অর্থনীতিবিদরা বুঝিয়েছিলেন, কেন ভারতের ভয় নেই। পরিস্থিতিটা এরকম ছিল, যদি অশোধিত তেলের যোগান ঠিক থাকে, তাহলে ভারতের চিন্তার কোনো কারণ নেই। ভারত কৃষিতে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলে দেশের মানুষের কাছে চাল গম ইৎয়াদির জোগান ঠিক থাকবে। নিষেধাজ্ঞা জারি করলে কিছুদিন একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু ভারতের থেকে যে দেশগুলি নিষেধাজ্ঞা জারি করছে, তাদের অসুবিধা কম হবে না। কারণ, তারা ভারতের বাজার হারাবে। তাদের কোম্পানিগুলির ক্ষতি হবে। চীনের বাইরে এতবড় বাজার তো আর নেই। এতবড় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতিও নেই। তাই যশবন্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারতকে বিপাকে ফেলা যাবে না। এনিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। য়শবন্ত তার মতে স্থির ছিলেন।

পরে দেখা গিয়েছিল সেই দাবি ঠিক। অ্যামেরিকা জুন মাসে ভারতের বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আর্থিক সাহায্য বাতিল করা হয়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ জারি করা হয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তারা যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।

জাপান বরং ২০০১ সাল পর্যন্ত আর্থিক নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছিল। তাদের একটা কারণও আছে। তারাই একমাত্র দেশ, যাদের পরমাণু বোমার ক্ষত বহন করতে হচ্ছে বছরের পর বছর, প্রজন্মের পর প্রজন্ম। ইউরোপের দেশগুলিও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু তাতে ভারতের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। শেষ পর্যন্ত সব নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। এবারও ইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমিকায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পেয়েছি আমরা। অ্যামেরিকা, ইইউ বারবার করে ভারতকে বলেছে, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে হবে। ভারত তেল কেনার পরিমাণ কমানো দূরে থাক বরং বাড়িয়েছে। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। আসলে কোনো দেশই নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কোনো ব্যবস্থা নিতে চায় না। ভারতের কাছে বড় জোর হলো তার বিশাল বাজার। সেই বাজার পশ্চিমা দেশগুলির কাছে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। ভারতের কাছে অন্যতম বড় সুবিধা হলো তার ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব। তাই অ্যামেরিকাও এখন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার রাস্তায় হাঁটছে।

অ্যামেরিকা অবশ্য ১৯৯২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারতের মহাকাশ সংস্থা ইসরোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিল। তাতেও ইসরোর যে খুব অসুবিধা হয়েছে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

২০১৯ সালে ভারত বালাকোট অভিযান করে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ভিতর ঢুকে সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায় ভারত। তার প্রতিবাদে ভারতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে পাকিস্তান। ভারতের কোনো বিমানকে পাকিস্তানের আকাশসীমার মধ্যে ঢুকতে দেয়া হয় না। এই নিষেধাজ্ঞা নিয়েও ভারত যে চিন্তিত তা নয়।

ভারত অবশ্য নিজেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে ভারত নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিল। বর্ণবাদী নীতির প্রতিবাদে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। এমনকী খেলার ময়দানেও ভারত তাদের মুখোমুখি হত না।

ফিজির বিরুদ্ধেও ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ভারত বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিল। ফিজির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নেয় ভারত।

চীনের সঙ্গে লাদাখ নিয়ে সংঘাতের পর ভারত বেশ কিছু ব্যবস্থা নেয়। টিকটকসহ চীনের বেশ কিছু সামাজিক ও গেমিং অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়। মোট ৫৯টি চীনা অ্যাপ ভারতে নিষিদ্ধ।

একটা সময় ভারতে কোক পেপসিও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরে অবশ্য সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। এখন কোক পেপসি ভারতের ঠান্ডা পানীয়র জগতে রীতিমতো রাজত্ব করছে।

আসলে নিষেধাজ্ঞা সব দেশই কমবেশি অবস্থান সুযোগ সুবিধামতো দিয়ে থাকে। তবে সেই নিষেধাজ্ঞা জারি হলেই কোনো দেশ বিপাকে পড়বে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

সাময়িকী

পুরাকথা ও অর্ধসত্যে দাঁড়িয়ে ইসরায়েল

আসজাদুল কিবরিয়া
কলামিস্ট

গত এপ্রিলে ঘটা করে ইসরায়েল রাষ্ট্রের ৭০ তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন করেছে ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা। এটি তারা করেছে হিব্রু বা ইহুদি বর্ষপঞ্জির হিসাবে, যদিও প্রচলিত গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে জবরদখলের ভিত্তিতে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয় ১৯৪৮ সালের ১৪ মে। এর মধ্য দিয়ে যুগের পর যুগ বংশপরম্পরায় এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী অন্তত সাড়ে সাত লাখ ফিলিস্তিনি আরবের জীবনে এক অশেষ বিপর্যয় নেমে আসে। ১৫ মে ফিলিস্তিনিরা পালন করে আল নাকবা (বিপর্যয়) দিবস হিসেবে। সোজা কথায়, ইসরায়েলের স্বাধীনতার ৭০ বছর মানে ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুতি ঘটা, উদ্বাস্তু হওয়া ও নিজ ভূমে পরবাসের ৭০ বছর। ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে অর্ধসত্য ও জবরদস্তির ভিত্তিতে। ধর্মভিত্তিক উপাখ্যান ও পুরাকথাকে (মিথোলজি) ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় তৈরি করা হয়েছে ইসরায়েল রাষ্ট্র, যা নাকি ইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের 'প্রতিশ্রুত ভূমি' (প্রমিজড ল্যান্ড)। তাদের দাবি, তারা হলো তানাখ বা হিব্রু বাইবেল অথবা ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত সেই জাতিগোষ্ঠীর সরাসরি উত্তরাধিকার, যারা মিসর থেকে সিনাই উপত্যকা হয়ে কেনানে ফিরে এসেছিল এবং তারাই ঈশ্বরের 'মনোনীত সম্প্রদায়' (চৌজেন পিপল)। মহাপ্রভু তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দুধ ও মধুর এই দেশে তারা শান্তিতে বসবাস করবে। এখানেই গড়ে উঠেছিল ডেভিড ও সোলেমানের কোরআন অনুসারে হজরত দাউদ (আ.) ও হজরত সোলায়মান (আ.) সমৃদ্ধিশালী রাজ্য, যা কালক্রমে ইসরায়েল ও জুদাহ নামে দুই ভাগ হয়। পরবর্তী কালে দুই দফা (একবার খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, আরেকবার ৭০ খ্রিষ্টাব্দে) কথিত এই হিব্রু জনগোষ্ঠীর মানুষেরা নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় দফা নির্বাসনের পর থেকে ইহুদিরা মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তারা সব সময়ই জানত যে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত ভূমিতে একদিন তারা বা তাদের উত্তরসূরিরা ফিরে আসবে। অবশেষে ঊনবিংশ শতকে এসে ইহুদিদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি হতে থাকে। এই সময়েই হিব্রু বাইবেলের নানা উপাখ্যানকে ভিত্তি করে ইহুদি জাতির ইতিহাস রচিত হতে থাকে। ১৮৯৭ সালে হাঙ্গেরীয় সাংবাদিক, আইনজীবী ও নাট্যকার থিওডোর হারজেল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন বৈশ্বিক জায়নবাদী সংস্থা (ওয়ার্ল্ড জাইয়নিস্ট অর্গানাইজেশন)। প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরে যাওয়া তথা ইহুদিদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠন ও তার বিকাশ সাধনই হয় এই উগ্র জায়নবাদের লক্ষ্য, যা কিনা অল্প সময়ের মধ্যে ইউরোপের খ্রিষ্টানদের একাংশের সমর্থন লাভ করে। এই খ্রিষ্টানদের বলা হয় জায়নবাদী খ্রিষ্টান। জায়নবাদীরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 'প্রতিশ্রুত ভূমি'র ঐশ্বরিক ও ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই প্রবণতা আজও অব্যাহত আছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার বেলফোর ১৯১৭ সালে জায়নবাদীদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে বসেন, যা বেলফোর ঘোষণা নামে পরিচিত। ১৯১৮ সালে ফিলিস্তিন দখল করে ১৯২০ সালে ব্রিটিশ রাজ ম্যানডেটরি প্যালেস্টাইনের শাসনভার গ্রহণ করে, প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত যা ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। এরই মধ্যে দলে দলে ইহুদিরা ইউরোপ থেকে পাড়ি জমাতে শুরু করে সেখানে। ব্রিটিশদের মদদেই অভিবাসী ইহুদিদের নিয়ে ১৯২১ সালে গঠিত হয় হাগানাহ নামের একটি আধা সামরিক বাহিনী। পরবর্তী সময়ে আরও দুটি জায়নবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন ইরগুন ও স্টার্ন গ্যাং গড়ে ওঠে। এরা ইউরোপ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হলোকাস্টে প্রায় ৬০ লাখ ইহুদিকে নিধন করা হয় মূলত হিটলারের পরিকল্পনায়। এই হলোকাস্ট ফিলিস্তিনের মাটিতে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে জোরদার করে তোলে।

জানা অজানা

চীন ও ইউরোপের মধ্যকার বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে ঃ ইইউ পররাষ্ট্র নীতি প্রধান

শুক্রবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিক বলেছেন, ইইউ এবং চীনের মধ্যে বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতার কারণে তাদের মধ্যকার আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি সতর্ক করেছেন, এটি জনমতকে প্রভাবিত করতে পারে এবং তাদেরকে আরও দূরে সরিয়ে দিতে পারে। শুক্রবার বেইজিং এর পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় ইইউর পররাষ্ট্র এবং নিরাপত্তা নীতি বিষয়ক শীর্ষ প্রতিনিধি জোসেপ বোরেল এ মন্তব্য করেন। ইইউ এর বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদারের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এবং বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করতে বোরেল চীনে তিন দিনের সফরের দ্বিতীয় দিনে সেখানে অবস্থান করছেন। তবে বোরেল বলেন, যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও চীন এবং ইইউ একসাথে কাজ করার এবং উভয়ের মধ্যকার আস্থা পুনর্গঠনের অনেক জায়গা রয়েছে। তিনি বলেন, চীন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা অনেক বেশি এবং তাদের সেই পারস্পরিক নির্ভরতায় দ্বন্দ্ব কমাতে হবে। তাইওয়ান সম্পর্কে বোরেল বলেন, স্বশাসিত দ্বীপের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে। এটিকে স্বাধীন দেশ হিসেবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেয়াকে বোঝায় না। চীন তাইওয়ানকে তার ভূখন্ডের অংশ হিসেবে দেখে এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাইওয়ানকে অধিগ্রহণের অঙ্গীকার করে। ইইউ কূটনীতিক আরও বলেন, ইউক্রেনের জনগণকে বেইজিং এর এটি জানানো প্রয়োজন যে, চীন এই বিনা উস্কানির যুদ্ধে রাশিয়ার মিত্র নয়। ইইউ চীনকে ইউক্রেনে মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছে।

আজ শুরু শরদ নবরাত্রি – দেবী মা পূজিত হবেন নয় রূপে

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

শারদীয়া পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। কেবল বাঙালিরা কেন, আপামর অবাঙালিরাও নয় দিনের জন্য নবরাত্রিতে মেতে থাকেন। হিন্দু ধর্মে শুভ সময় ও শুভ যোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যে কোনও ভালো কাজ শুভ সময় দেখে করলে তার মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পায়। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে গতকাল ১৪ অক্টোবর মহালয়া পালনের পরে আজ ১৫ অক্টোবর রবিবার প্রতিপদ তিথি থেকে শুরু হচ্ছে দেবীপক্ষ। অবাঙালি সম্প্রদায় কাল থেকে পালন করবে নবরাত্রি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কেবল দেবী মায়ের রূপের নামকরণ ভিন্ন।নবরাত্রির নয় রাত ধরে দেবী দুর্গার নয়টি ভিন্ন রূপের পুজো করা হয়। কৃষ্ণপক্ষের অবসান করে সূচনা হয় দেবীপক্ষের। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত ন'টি রাত্রি পর্যন্ত দুর্গার নয়টি রূপের পুজো করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নয় রাত্রি ধরে দুর্গার নয়টি শক্তির যে পুজো হয় তাকেই নবরাত্রিবলে। শরৎকালে এই উৎসকব হয় বলে একে শারদ নবরাত্রিও বলা হয়ে থাকে। দশমীতে শেষ হয় এই পুজো।এই বছর ১৫ অক্টোবর থেকে নবরাত্রি চলবে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত, আর ২৪ অক্টোবর বিজয়া দশমী।

রামায়ণ অনুসারে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অকালবোধন করে নবরাত্রির ব্রত পালন করেছিলেন। নবরাত্রি ব্রত আশ্বিনের শুক্ল প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত। ব্রহ্মা দুর্গার এই নয়টি রূপের নামকরণ করেছিলেন। নয়টি নামের নয়টি বৈচিত্র্যময় রূপভেদ রয়েছে। এই নয়টি রূপের নাম হল শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘন্টা, কুষ্মান্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী,সিদ্ধিদাত্রী।পশ্চিমবঙ্গে শারদীয়া নবরাত্রির শেষ পাঁচদিন, মহাষষ্ঠী থেকে, বিশেষ ভাবে পালন হয়ে থাকে, মূলত বাঙালিদের দ্বারা। বাকি দেশ জুড়ে এই নবরাত্রি বিশেষ ভাবে পালন করা হয়ে থাকে। দেশের সমস্ত প্রান্তেই কম বেশি এই নয়দিনের আলাদা রকমের গুরুত্ব আছে। এই সময় দেবী দুর্গার যে নয়টি রূপ আছে, সেগুলোর পুজো করা হয়ে থাকে। একটা গোটা বছরে হিন্দুরা মোট চারটি নবরাত্রি পালন করে থাকে এর মধ্যে দুটি বিশেষ পালন করা হয়, একটা চৈত্র নবরাত্রি, যখন বাসন্তী পুজো হয়। আরেকটি হল শারদীয়া নবরাত্রি, যখন দুর্গাপুজো হয়।

নবরাত্রির ইতিহাস ঃ দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের উল্লাসকে, খারাপের উপর ভালোর জিতে যাওয়াকে উদযাপন করা হয় নবরাত্রির মাধ্যমে। এই গল্পের সূচনা তখন হয় যখন মহিষাসুরকে ব্রহ্মা অমরত্বের বর প্রদান করেন, কিন্তু এখানে একটা শর্ত রেখেছিলেন তিনি। বলেছিলেন একজন নারীর হাতেই তাঁর মৃত্যু হবে। কিন্তু মহিষাসুর সেটা বিশ্বাস করেননি। নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করে সারা পৃথিবীর মানুষকে অতিষ্ট করে তোলেন। দেবতারাও তাঁকে থামাতে পারেন না। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর তাঁদের শক্তি মিলিয়ে তৈরি করেন দেবী দুর্গাকে। তাঁকে প্রদান করা হয় নানাবিধ অস্ত্র। মা দুর্গা এবং মহিষাসুরের মধ্যে এই যুদ্ধ টানা দশদিন ধরে চলেছিল। তারপর সে তখন মহিষের রূপ ধারণ করে তখন দেবী দুর্গা তাঁকে বধ করেন।

৪০০ বছর পরে নবরাত্রিতে বিরল শুভ যোগ ঃ এই বছর বিরল শুভ যোগে পালিত হবে শারদীয়া নবরাত্রি। নবরাত্রির নয় দিনেই গঠিত হচ্ছে নয়টি শুভ যোগ। তার মধ্যে তিনটি সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ, তিনটি রবি যোগ ও একটি ত্রিপুষ্কর যোগ গঠিত হবে। এর প্রভাবে এই সময়টি নতুন গাড়ি কেনার জন্য অন্য শুভ বলে জানাচ্ছেন জ্যোতিষবিদরা। ৪০০ বছর পর নবরাত্রির নয় রাতেই গঠিত হবে নয়টি শুভ যোগ।

শৈলপুত্রী ঃ নবরাত্রির প্রথম রাতে পুজো হয় নবদুর্গার প্রথম রূপ শৈলপুত্রীর। শৈল মানে হল পাহাড় বা পর্বত। হিমালয় পর্বতের কন্যা দুর্গার আরেক নাম শৈলপুত্রী। এখানে দেবীর বাহন হল ষাঁড়। তাঁর এক হাতে থাকে ত্রিশূল এবং অন্যহাতে থাকে পদ্ম। দেবীপক্ষের প্রথম দিন ১৫ অক্টোবর, রবিবার। সেদিন থাকছে পদ্মা যোগ ও বুধাদিত্য যোগ। তার সঙ্গে থাকবে চিত্রা নক্ষত্র। এই দিনটি কেনাকাটা করার জন্য খুবই শুভ।

ব্রহ্মচারিণী ঃ দ্বিতীয় রাতে পুজো হয় নবদুর্গার দ্বিতীয় রূপ ব্রহ্মচারিণীর। যিনি ব্রহ্মাকে স্বয়ং জ্ঞান দান করেন, ভক্তকেও ইনিই ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান। এখানে তাঁর এক হাতে থাকে রুদ্রাক্ষের জপমালা এবং অন্য হাতে থাকে কমণ্ডলু। ১৬ অক্টোবর সোমবার দ্বিতীয়া তিথিতে গঠিত হবে ছত্র যোগ। তার সঙ্গে থাকবে স্বাতী নক্ষত্র ও ভদ্র তিথি। নতুন মোবাইল বা ল্যাপটপ কেনার জন্য এই দিনটি সবচেয়ে শুভ।

চন্দ্রঘণ্টা ঃ তৃতীয় রাতে পুজো হয় নবদুর্গার তৃতীয় রূপ চন্দ্রঘণ্টার। এখানে তাঁর মাথায় থাকে চাঁদ। দেবীদুর্গার মহিষাসুর বধের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের প্রদত্ত ঘণ্টা যার মধ্যে গজরাজ ঐরাবতের মহাশক্তি নিহিত ছিল, চন্দ্রের চেয়েও সুন্দরী ইনি। ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবার দেবীপক্ষের তৃতীয়ায় গঠিত হবে প্রীতি যোগ, আয়ুশ্মান যোগ ও শ্রীবৎস্য যোগ। বৈদ্যুতিন সামগ্রী কেনার জন্য এই দিনটি অতি শুভ।

কুষ্মান্ডা ঃ নবরাত্রির চতুর্থ রাতে পুজো হয় নবদূর্গার চতুর্থ রূপ কুষ্মান্ডার। উষ্মার অর্থ তাপ। দুর্বিষহ ত্রিতাপ হল কুষ্মা, যিনি এই ত্রিতাপ নিজের উদরে বা অন্ডে ধারণ করেন। কথিত আছে, দেবী তাঁর এই রূপে মহাবিশ্বের সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তিনি এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে পূজিতা হন। ১৮ অক্টোবর বুধবার নবরাত্রির চতুর্থী। সেদিন গঠিত হবে সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ ও অমৃত সিদ্ধি যোগ। নতুন গাড়ি কেনার জন্য দিনটি শুভ।

স্কন্দমাতা ঃ পঞ্চম রাতে পুজো হয় নবদুর্গার পঞ্চম রূপ স্কন্দমাতার। কার্তিকের আর এক নাম স্কন্দ। আর দেবী হলেন দেব সেনাপতি কার্তিকেয় বা স্কন্দের মা। ১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দেবীপক্ষের পঞ্চমী। সেদিন গঠিত জ্যেষ্ঠ নক্ষত্র ও পূর্ণা তিথি। সেদিন নতুন সম্পত্তি কিনতে পারেন।

কাত্যায়নী ঃ ষষ্ঠ রাতে পুজো হয় নবদুর্গার ষষ্ঠ রূপ কাত্যায়নীর। পুরাণ অনুযায়ী কাত্যায়ন নামে এক ঋষি ছিলেন। দেবী দুর্গা তাঁর কন্যা রূপে জন্ম নেন। তাই দুর্গার এই রুপের নাম কাত্যায়নী। ২০ অক্টোবর শুক্রবার পালিত হবে মহাষষ্ঠী। সেদিন মূল নক্ষত্রে গঠিত হবে রবিযোগ। নতুন সম্পত্তি কেনা ও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য এই দিনটি খুবই শুভ।

কালরাত্রি ঃ এখানে দেবী কৃষ্ণবর্ণা। আলুলায়িত কেশে তিনি ধাবিত শত্রুর দিকে, কণ্ঠে বিদ্যুতের মালিকা। ত্রিনয়নী দেবীর শ্বাস প্রশ্বাসে বেরিয়ে আসে আগুনের হলকা। ভীষণদর্শনা দেবীর তিন হাতে অস্ত্র। এক হাতে ভক্তদের প্রতি বরাভয়। এই রূপই উপাসিত হয় কালিকা রূপে। তবে এই রূপেও দেবী ভক্তের শুভ করেন। তাই অন্যদিকে তিনি শুভঙ্করী। দেবীর বাহন গর্দভ। নবরাত্রির সপ্তম রাতে পূজিতা হন দেবী কালরাত্রি। ২১ অক্টোবর শনিবার দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমী। সেদিন থাকবে ত্রিপুষ্কর যোগ। এদিন নতুন কোথাও বিনিয়োগ করলে তার ভালো রিটার্ন পাবেন।

মহাগৌরী ঃ হিমালয় কন্যা ছিলেন গৌর বর্ণা। শিবের তপস্যা করে রৌদ্রে তিনি কৃষ্ণা হন। মহাদেব যখন গঙ্গাজল দিয়ে তাঁকে স্নান করান, তখন তিনি হয়ে ওঠেন গৌরী। তাঁর এই রূপের নাম হয় মহাগৌরী। প্রচলিত বিশ্বাস, নবরাত্রির অষ্টম রাতে তাঁর পুজো করলে সব পাপ ধুয়ে যায়। সাদা পোশাক পরিহিতা, চার হাত বিশিষ্টা দেবীর বাহন ষাঁড়। দেবীর এক হাত শোভিত বরাভয় মুদ্রায়। বাকি তিন হাতে থাকে পদ্ম, ত্রিশূল ও ডমরু । ২২ অক্টোবর রবিবার পালিত হবে মহাষ্টমী। সেদিন গঠিত হবে সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ ও রবি যোগ। যে কোনও নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য দিনটি শুভ।

সিদ্ধিদাত্রী ঃ নবদুর্গার নবম তথা শেষ রূপ হল সিদ্ধিদাত্রী। সিংহবাহিনী দেবীর চার হাতে আশীর্বাদী মুদ্রা তিনি সিদ্ধি দান করেন। তাঁর উপাসনায় সংসারে আসে সুখ এবং সমৃদ্ধি। দেবী ভগবৎ পুরাণে আছে, স্বয়ং মহাদেব দেবী পার্বতীকে সিদ্ধিদাত্রী রূপে পুজো করেছিলেন। সিদ্ধিদাত্রীর আশীর্বাদেই সর্ব সিদ্ধি লাভ করেন মহাদেব । ২৩ অক্টোবর সোমবার পালিত হবে নবরাত্রির শেষ দিন ও দুর্গাপুজোর মহানবমী। এদিন গঠিত হবে সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ ও রবি যোগ। এদিন যে কোনও সামগ্রী কেনার জন্যই শুভ।

নবরাত্রি উদযাপন এবং গুরুত্ব ঃ গোটা ভারত জুড়ে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন আচার মেনে এই নয়দিন উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। নবরাত্রির এক একটা দিন দেবী দুর্গার এক একটি রূপকে পুজো করা হয় থাকে। দেবীকে প্রতিদিন এই সময় ভোগ দেওয়া হয়, নতুন জামা পরা হয়। ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়ে থাকে। হিন্দী ভাষী বলয়ে বড় আকারে নবরাত্রি পালন করা হয়। তবে সেখানে নবরাত্রি পালনের নেপথ্যে রয়েছে অন্য গল্প। তাঁরা রাম রাবণের যুদ্ধের কথা ভেবে থাকেন। কারণ এই সময় তাঁদের যুদ্ধ হয়েছিল যা দশদিন ধরে চলে এবং দশমীর দিন রাম রাবণকে বধ করেন। তাই তো দশমীর দিন আজও এসব জায়গায় রাবণ বধ পোড়ানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ সব গল্পের নেপথ্যে আছে, খারাপের উপর ভালোর বিজয়।অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অসম, ইত্যাদি জায়গায় দশমীর দিন দেবী দুর্গার বিসর্জন হয় নদী বা সমুদ্রে। তিনি দেবলোকে ফিরে যান।এই নয়টা দিন জুড়ে সারা দেশেই অনেক মজা, নাচ, গান, হইহুল্লোড় হয়ে থাকে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

অসমে বিরোধী নেই, কোনো গোলকিপার নেই ফলে গোল দিতে থাকলেই হলো বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বিজেপি অমৃত কলস যাত্রা করবে কিন্তু কংগ্রেস অন্তর্কলহ করতে থাকুক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের অমৃত কলস যাত্রা সংক্রান্তে ইতিমধ্যে কংগ্রেসে সাংঘাতিকভাবে অন্তর্কলহের সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে দেওয়ার ফলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। অবশেষে কংগ্রেসের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বিজেপি অমৃত কলস যাত্রা করবে কিন্তু কংগ্রেস অন্তর্কলহ করতে থাকুক। অসমে কোনো বিরোধী নেই। কোনো গোলকিপার নেই ফলে গোল দিতে থাকলেই হলো বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য অসম প্রদেশ কমিটি প্রকাশ করা ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা দেখার তিনি সময় পাননি বলে ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া তিনি বলেছেন এই তালিকা দেখার তার প্রযোজনীয়তাও নেই। এবার ফের কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন তিনি। শুক্রবার তেজপুরের কলেজিয়েট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ময়দানে

ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলো সংক্রান্তে নিজের মতামত তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত সরকারের অমৃত কলস যাত্রা সম্পর্কে কংগ্রেসের সৃষ্টি হওয়া অন্তর্কলহ নিয়ে তিনি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বিজেপি কিংবা শাসক পক্ষ অমৃত কলার যাত্রা করবে কিন্তু কংগ্রেস অন্তর্কলহ নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। এভাবেই অসম চলতে থাকবে। একদিকে ইতিবাচক অন্যদিকে নেতিবাচক চিন্তা ধারা। তার ভাবনার মূল বিষয় হলো ভালো কথা চিন্তা করা, ভালো কথা ভেবে রাত্রে ঘুমাতে যাওয়া, ভালো কথা ভেবে বিছানা ত্যাগ করা। ফলে এই ধরনের চিন্তাভাবনা থাকা ইতিবাচক ব্যক্তিদের তিনি একত্রিত করবেন। তাছাড়া খারাপ কথা চিন্তা করা ব্যক্তিদের বারো দলের মঞ্চ কিংবা তিনটি দলের মঞ্চে যোগদান করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন কংগ্রেস বিল্ডিং এর উপরে উপরে যায় কিংবা নিচে নিচে যায় এক্ষেত্রে তার কিছু বলার নেই। তবে মূল বিষয় মানুষের হৃদয় জয় করা। গতকাল থেকে আজ অব্দি সরকার সাড়ে সাত লক্ষ ব্যক্তির হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে বিজেপি তথা সরকারের কাজ হলো সাধারণ ব্যক্তিদের হৃদয়ে জয় করা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে কংগ্রেস সহ রাজ্যের বিরোধীপক্ষকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন রাজ্যে বিরোধী পক্ষ বলতে কিছু নেই। গোলকিপার ছাড়া মাঠে গোল দিতে থাকলেই হলো। অসমে বিরোধী বলতে কাউকে দেখা যায় না। এমনকি সাংবাদিকরা বিরোধী সংক্রান্তে প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি নার্ভাস হয়ে যান বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিরোধী সংক্রান্তে কোনো কিছু বলার নেই ফলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে হিমশিম খেতে হয়। অন্য কোনো কথায় নার্ভাস না হলেও বিরোধী সংক্রান্ত অর্থাৎ বিরোধীর জয় পরাজয় ইত্যাদি প্রশ্নের জবাবে নার্ভাস হতে হয়। উল্টো তিনি সাংবাদিকদের বলেন তারাও তো এই সমাজে রয়েছেন। প্রত্যেকেই সমাজের পরিবেশ দেখতে পারছেন। ফলে রাজ্যে কোথায় বিরোধী আছে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

শিক্ষা সেতু অ্যাপের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুকে রাজ্যের ইতিহাস সর্বদা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

ভালো কাজের বিরোধিতা না করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর উদ্যোগে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ সারা অসম জুড়ে শিক্ষা সেতু অ্যাপ বলবৎ করেছে। তাছাড়া এই শিক্ষা সেতু অ্যাপ ব্যবহার করার জন্য শিক্ষকশিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে এই অ্যাপ সংক্রান্তে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষিকা ভিন্নমত তুলে ধরে এর বিরোধিতায় সরব হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা সেতু অ্যাপের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুকে রাজ্যের ইতিহাস সর্বদা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া ভালো কাজের বিরোধিতা না করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত শিক্ষা সেতু অ্যাপ ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে বলবৎ করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রে একাধিক শিক্ষক নেটওয়ার্কের সমস্যা, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল চালানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা ইত্যাদি নানা অজুহাতে এর বিরোধিতা করে চলেছেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু প্রায় প্রতিদিন সামাজিক মাধ্যমে শিক্ষা সেতু অ্যাপ ব্যবহার করে দৈনিক ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি এবং শিক্ষকশিক্ষিকাদের উপস্থিতির সংখ্যা সংক্রান্তে তথ্য তুলে ধরছেন। এক্ষেত্রে সফলতার মাধ্যমে শিক্ষা সেতু অ্যাপ রাজ্যজুড়ে ব্যবহার হচ্ছে বলেও বারংবার উল্লেখ করেছেন তিনি। শুক্রবার তেজপুরের কলেজিয়েট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ময়দানে ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে শিক্ষা সেতু অ্যাপ সংক্রান্তে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন শিক্ষা সেতু অ্যাপের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুকে অসমের ইতিহাস চিরজীবন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। অসমে যতদিন শিক্ষাব্যবস্থা চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা সেতু অ্যাপের জন্য ডঃ রণোজ পেগুকে রাজ্যের ইতিহাস সর্বদা একজন সফল শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। ফলে ভালো কাজের বিরোধিতা না করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা তার হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়া ব্যক্তি। প্রত্যেকের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা রয়েছে। ফলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য প্রত্যেককে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই দশ হাজার শিক্ষকের খালি পদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ জনতাকে কর্মমুখী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অযথা সমালোচনা করে লাভ নেই। তিনি বলেন আন্দোলন হলে রাজ্যের কোন লাভ নেই। আন্দোলন বিবর্জিত পরিবেশ সৃষ্টি করায় মূল উদ্দেশ্য। আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হবে। আন্দোলন করলে পিছিয়ে পড়তে হয় বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এদিকে প্যালেস্থান ইজরাইলের যুদ্ধে অসমের ব্যক্তি আবদ্ধ হওয়া সংক্রান্তে তিনি বলেন যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে অর্থাৎ সাউথইজরায়েল কিংবা গাজাতে অসমের কোনো ব্যক্তি নেই। তবে মূল ইজরায়েলে রাজ্যের ৪০-৫০ জন ব্যক্তি রয়েছেন বলে তিনি জানতে পেরেছেন। তবে এদিন থেকে ভারত সরকার বিমানের মাধ্যমে প্রত্যেক ভারতীয়কে ইজরায়েল থেকে নিয়ে আসবো বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মধ্য ভোগীর অবসান ঘটিয়ে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর উন্নয়ন সরকারের লক্ষ্য বলে মতামত ব্যক্ত রাজ্য বিজেপির

আর্থিক সুরক্ষা, সম উন্নয়ন, সম বিকাশের নব জাগরণের অন্য নাম অরুণোদয়

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম সরকারের নেতৃত্বে রাজ্যের চতুর্দিকে উন্নয়নের বন্যা বইছে। অসমের পাহাড় সমতলের প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠী ভাষাভাষী ব্যক্তিরা বর্তমান উন্নয়নের মুখ দেখেছেন। মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণ রেহাই, অরুণোদয় ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মহিলা উপকৃত হয়েছেন। অসম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অন্যতম পদক্ষেপ অরুণোদয় প্রকল্পের মাধ্যমে অসময় গ্রামেগঞ্জে থাকা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মহিলা মাসে ১২৫০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য পেতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া। প্রসঙ্গত গত ১১ এবং ১২ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সহ রাজ্যের প্রতিজন মন্ত্রী সাংসদ প্রতিটি জেলায় মহিলাদের অরুনোদয় প্রকল্পের হিতাধিকারীদের আর্থিক সাহায্য বিতরণ করার পাশাপাশি মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণ রেহাই দেওয়ার প্রমাণ পত্র বিতরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া বলেন আর্থিক সুরক্ষা, সম উন্নয়ন, সম বিকাশের নব জাগরণের অন্য নাম হিসাবে পরিচিত অরুণোদয় প্রকল্পের অর্থ আগে ১০০০ টাকা ছিল। তবে গত বছর থেকে এই আর্থিক সাহায্য ১২৫০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমান রাজ্যের প্রায় ১৮.৭ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। আগামী নভেম্বর থেকে ৬.৮৮ এর লক্ষ মহিলা নতুন করে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এর মাধ্যমে সর্বমোট ২৬ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া বলেন রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ গুলোর দ্বারা বৃহৎ সংখ্যক দরিদ্র মহিলাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে বৃহৎ সংখ্যক মহিলা প্রত্যেক মাসে সরাসরি নিজেদের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে এই অর্থ সাহায্য পাওয়া বিষয়টি সম্ভবত দেশের মধ্যে বিরল বলে মন্তব্য করেন তিনি। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ধন্যবাদ এর পাত্র। দলটির মুখ্য মুখপাত্র বলেন বিজেপির দিনে এভাবে সাধারণ জনতার বিকাশ হওয়ার পরিবর্তে কংগ্রেসের শাসনকালে সমাজের অবনতি ঘটেছিল। কংগ্রেসের শাসনে প্রকল্প গুলোতে মধ্য ভোগী দালালের অধীনে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। এর ফলে হিতাধিকারী প্রকল্পের সুবিধার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন এবং সমাজ তথা দেশের উন্নতি স্থবির হয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন রাজ্য বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চারটি ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড টয় ট্রেন পরিষেবা

প্রদেশ কমিটির তরফে ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা হাই কমান্ড দর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ০৫ জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত দৈনিক ভিত্তিতে দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যে দ্যুজিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)'এর টয় ট্রেন পরিষেবার অধীনে চারটি ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ডিজেল স্পেশাল জয়রাইডের চলাচল ঃ ট্রেন নং. ০২৫৪৭ (দার্জিলিংঘুমদার্জিলিং) ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড দার্জিলিং থেকে ০৯.২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ঘুমে পৌঁছবে ১০.০৫ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি ঘুম থেকে ১০.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে দার্জিলিঙে পৌঁছবে ১০.৫৫ ঘণ্টায়। ট্রেন নং. ০২৫৪৮ (দার্জিলিংঘুমদার্জিলিং) ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড দার্জিলিং থেকে ১১.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ঘুমে পৌঁছবে ১২.১০ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি ঘুম থেকে ১২.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে দার্জিলিঙে পৌঁছবে ১৩.০০ ঘণ্টায়। ট্রেন নং. ০২৫৪৯ (দার্জিলিংঘুমদার্জিলিং) ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড দার্জিলিং থেকে ১৩.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ঘুমে পৌঁছবে ১৪.১০ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি ঘুম থেকে ১৪.৩৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে দার্জিলিঙে পৌঁছবে ১৫.০৫ ঘণ্টায়। ট্রেন নং. ০২৫৫০ (দার্জিলিংঘুমদার্জিলিং) ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড দার্জিলিং থেকে ১৫.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ঘুমে পৌঁছবে ১৬.১৫ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি ঘুম থেকে ১৬.৩৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে দার্জিলিঙে পৌঁছবে ১৭.০৫ ঘণ্টায়। এই চারটি ডিজেল স্পেশাল জয়রাইডে থাকবে ০৩টি করে ফার্স্ট ক্লাস চেয়ার কার কোচ। দুটি কোচে ৩০টি আসন থাকবে এবং একটি কোচে ২৯টি আসন থাকবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস'এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পশ্চিমারা যে কারণে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে একজোট

গাজা ঃ ফিলিস্তিনি প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে হানাদার ও দখলদার ইসরায়েলি সেনাদের যুদ্ধ দ্বিতীয় দিন গড়াতে না গড়াতেই মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন ইসরায়েলকে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার নৌ সেনাসহ যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে আধুনিক রণতরি ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ডকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে রওনা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জেরাল্ড আর ফোর্ডের সঙ্গে একটি ক্ষেপণাস্ত্রবাহী যুদ্ধজাহাজ এবং চারটি ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসকারী জাহাজ রয়েছে। অস্টিন বলেছেন, এই বহরের সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষিপ্রগতির এফ৩৫ বিমানের পাশাপাশি এফ১৫, এফ১৬ এবং এফ১০ ফাইটার জেট পুরো এলাকা ঘিরে রাখার জন্য যুক্ত থাকবে। অস্টিনের বক্তব্যে এটি পরিষ্কার হয়েছে, জর্ডান, বাহরাইন, কাতার, সৌদি আরবসহ আরব দেশগুলোতে থাকা মার্কিন ঘাঁটির সেনাদেরও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এসব অস্ত্র, সরঞ্জাম ও সেনা শুধু প্রদর্শনীর জন্য ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় পাঠানো হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের যুদ্ধজাহাজ এই প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনি উপনিবেশে পাঠানো হয়েছে, মোটেও তা নয়। সেই ১৮৫৪ সালে এক দল শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান উগ্রপন্থী প্রোটেস্ট্যান্ট জাফায় (বর্তমান তেল আবিবের পাশের একটি এলাকা) 'আমেরিকান মিশন কলোনি' গড়ে তুলেছিল। ১৮৫৮ সালে তাদের সেই অবৈধ বসতিতে আদিবাসী ফিলিস্তিনিরা প্রতিরোধমূলক আক্রমণ করেছিলেন। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র ইউএসএস ওয়াবাশ নামের একটি বাষ্পচালিত নৌবহর পাঠিয়েছিল। তৎকালীন অটোমান শাসকেরা যেন মার্কিন নাগরিকদের হত্যার বিচার করেন, সেই দাবিতে তারা ফিলিস্তিনের উপকূলে আমেরিকান পতাকা উড়িয়েছিল। এর দুই দশক পর ফিলিস্তিনের উপকূলে ঘাঁটি গাড়া ধর্মান্ধ জার্মান প্রোটেস্ট্যান্ট উপনিবেশবাদীদের রক্ষার দাবিতে জার্মানরাও একই কাজ করেছিলেন। শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে যে একজোট হয়েছে, সেটি মোটেও কাকতালীয় বিষয় নয়। নামিবিয়া, তাঙ্গানিকা, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, কেনিয়াসহ যত জায়গায় শ্বেতাঙ্গরা উপনিবেশ গড়েছিল, সবখানে তারা একজোট হয়েছিল। এর কারণ হলো তারা প্রচণ্ড রকম বর্ণবাদী। ইসরায়েল যেহেতু একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্র, সেহেতু তারা তাদের পাশে থাকবেই। ১৮৭৭-১৮৭৮ সালে অটোমানরাশিয়ার যুদ্ধের সময় 'টেম্পলারস' নামের জার্মান ধর্মীয় ঔপনিবেশিকদের রক্ষায় ফিলিস্তিন উপকূলে জার্মান যুদ্ধজাহাজগুলো ভিড়েছিল। এই টেম্পলারদের বসতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জার্মান কনসাল অটোমানদের ওপর ক্রমাগত চাপ দিয়েছিল। ওই সময় টেম্পলাররা ফিলিস্তিনকে একটি প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান রাষ্ট্র বানানোর আশা করেছিল। তারা আশা করেছিল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দখল করা ফিলিস্তিনকে জার্মানি তাদের উপহার হিসেবে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা না হওয়ায় তারা আশাহত হয়। এর তিন দশক পর ১৯০৮ সালে কনস্ট্যান্টিনোপলে তরুণ তুর্কিদের জাগরণের সময় ফিলিস্তিনি কৃষক সম্প্রদায় জার্মান উপনিবেশে হামলা চালায়। আবারও জার্মানি হাইফা এলাকায় যুদ্ধজাহাজ পাঠায় জার্মান উপনিবেশকে সহায়তা করার জন্য। এরপর সেখানে আরও কয়েক দফা হামলা চালায় ফিলিস্তিনিরা। ১৯৭৩ সালে মিসর ও সিরিয়ার সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘটিত যুদ্ধের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে কয়েক সপ্তাহ আগে ইসরায়েল সেই যুদ্ধসংক্রান্ত বেশ কিছু গোপন নথি প্রকাশ করেছে। ইসরায়েলের দখল করা গোলান উপত্যকা ও সিনাই উপদ্বীপ স্বাধীন করার জন্য সে সময় মিসর ও সিরিয়া যুদ্ধে নেমেছিল। সেই যুদ্ধসংক্রান্ত নথিতে ইসরায়েলকে সে সময় পশ্চিমা দেশগুলোর সরাসরি সহায়তা দেওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। সে সময় ইসরায়েলকে সবচেয়ে বেশি সামরিক সহায়তা দিয়েছিল আমেরিকা। সম্প্রতি জেরুজালেম পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বলেছেন, 'আমরা শুরু থেকেই আরবদের জয় ঠেকাতে বদ্ধপরিকর ছিলাম।' কিসিঞ্জারের মতোই বর্তমান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বর্তমানে চলমান যুদ্ধের প্রথম দিনেই বলেছেন, 'ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা যা কিছু দরকার, তার সবই করব।' ১৯৪৮ সালে যেভাবে জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে ফিলিস্তিনবিরোধী মিছিল সমাবেশ ও প্রচার শুরু হয়েছিল, এবারও ইসরায়েলি দখলদার বসতি স্থাপনকারীদের সমর্থনে তা শুরু হয়েছে। জার্মানরা ইসরায়েলের শ্রেষ্ঠত্ববাদী ইহুদি নেতাদের উদ্দেশে স্লোগান দিচ্ছেন, 'বার্লিন তোমাদের সঙ্গে আছে।' ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যেও সেই স্লোগানের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে যে একজোট হয়েছে, সেটি মোটেও কাকতালীয় বিষয় নয়। নামিবিয়া, তাঙ্গানিকা, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, কেনিয়াসহ যত জায়গায় শ্বেতাঙ্গরা উপনিবেশ গড়েছিল, সবখানে তারা একজোট হয়েছিল। এর কারণ হলো তারা প্রচণ্ড রকম বর্ণবাদী। ইসরায়েল যেহেতু একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্র, সেহেতু তারা তাদের পাশে থাকবেই। ইসরায়েলের শ্রেষ্ঠত্ববাদী ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সর্বশেষ প্রকাশ পেয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইওয়ভ গ্যালান্টের কথায়। তিনি এক ভাষণে ফিলিস্তিনিদের 'মানবরূপী জানোয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু এশিয়ায় বর্ণবাদী ও শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের সর্বশেষ উপনিবেশ রাষ্ট্র ইসরায়েল, সেহেতু সেই উপনিবেশকে পশ্চিমা শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা টিকিয়ে রাখতে চাইবেই।

এক্সপোতে চলছে পূজোর কেনাকাটা

সংবাদদাতা, রাঁচি। শরতের হাল্কা মিঠে রোদ। মাঝেমাঝে সাদা মেঘের আনাগোনা। শীত আসার আগে সবথেকে বড় উৎসব, দুর্গোৎসবের সূচনা হয়ে গেছে। মহালয়ার দিন ঠাকে পড়েছে কাঠি। তার সাথেই রাঁচিবাসী আরও একটি উৎসবে মেতে উঠেছেন। প্রতি বছরের মতো এবছরও রাঁচির মোরহাবাদী ময়দানে এক্সপো উৎসবে পূজোর কেনাকাটা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঝাড়খন্ডের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন এই উৎসবের সূচনা করেন। পূজোর আগে এক্সপোতে রাঁচি শহর ছাড়াও আশেপাশের অঞ্চল থেকে মানুষ এসেছেন কেনাকাটা করতে। স্বল্প পরিসরে সব কিছু দেখার ও পছন্দসই জিনিসটি তুলে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ একমাত্র এখানেই পাওয়া যায়। বাড়ী বা ফ্ল্যাট কেনাই হোক, অথবা ইলেক্ট্রনিক জিনিস কিংবা আসবাব পত্র, পছন্দসই সব কিছুই হাতের নাগালে এনে দিন উদ্যোক্তরা। এ বছর এক্সপোতে রয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ৩০০টি স্টল, যেখানে পোশাক থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর দ্রব্য, খাবারের পাশাপাশি গাড়ির সম্ভার। উৎসবের ছটা এখন মেলার রূপ ধারন করেছে। সব স্তরের মানুষের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। মেলাটি ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। ঝাড়খন্ড চেম্বার অফ কমার্সের (জেসিআই) উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় সকাল ১১ টা থেকেই মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। অনেক রাত পর্যন্ত সাধারণ মানুষ কেনাকাটার পাশাপাশি সুস্বাদু খাবারের সাথে সাথে গেম শো উপভোগ করছেন। এ বছর এক্সপোর ২৬তম সংস্করণে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার, মেলার দ্বিতীয় দিন স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের আযোজন করা হয়। শহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যত প্রজন্মকে ব্যাবসায় সাফল্য লাভ করার ক্ষেত্রে কি কি করণীয় সে বিষয়ে জানান। জেসি কমলেশ ঠক্কর (জেসিআইএর জাতীয় প্রশিক্ষক), আচার্য অমরেশ ঝা ও অন্যান্য কিশোরকিশোরীদের অনুপ্রাণিত করেন। ভবিষ্যতে কীভাবে বড় কাজ করতে হবে তাও হাতে কলমে শেখান। এই অনুষ্ঠানে অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি, সরলা বিড়লা ইউনিভার্সিটি, ডিএভি নির্জা সহায় এবং ডিএভি গান্ধীনগরের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এদিন এক্সপো প্রাঙ্গণে ডগ শো এবং ট্রেজার হান্টেরও আযোজন করা হয়।

প্রবেশ মূল্য ২০ টাকা ঃ এক্সপোতে প্রবেশ মূল্য ২০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। টিকিটের ওপর লটারিও একটি বিশেষ আকর্ষণ এনে দেয়। একবার টিকিট কেটে নিলেই দেখা যাচ্ছে জার্মান হ্যাঙ্গার, কর্পোরেট হ্যাঙ্গার, পিঙ্ক হ্যাঙ্গার, স্টার্টআপ জোন, অপনা ঘর, অটো জেন, এম্যুজমেন্ট পার্ক সহ হরেক রকম সম্ভার। এখানে ৩৯টি স্টার্ট আপও রয়েছে। এক্সপো উৎসব ২০২৩ -এর প্রধান আহ্বায়ক ড. সঞ্জয় জৈন বলেন, শুধুমাত্র সকল সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম এবং আবেগের কারণেই আমরা এই এক্সপোকে সফল করতে পেরেছি। মেলা চলাকালীন ৫ দিন ধরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও টক শোএর আযোজন করা হচ্ছে। ১৬ অক্টোবর দেশের সুপরিচিত লেখক শিব খেড়া উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও থাকবে ফ্যাশন শো, গেম শো সহ অনেক অনুষ্ঠান। এক্সপোকে সফল করতে দিন রাত অনন্ত জৈন, আশীষ ভালা, অভিষেক নারনোলিয়া, প্রতীক জৈন, সানি কেডিয়া, রাহুল টিব্রেওয়াল, পীযূষ কেডিয়া, সিদ্ধার্থ চৌধুরী প্রবীণ আগরওয়াল প্রমুখ প্রচুর পরিশ্রম

বিশাল ব্যবধানে হারের পর বাবরের কণ্ঠে রোহিতের প্রশংসা

আহমেদাবাদ ঃ লড়াই হবে পাকিস্তানের পেস বোলিংয়ের সঙ্গে ভারতের ব্যাটিংয়ের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে এমনটাই বলেছিলেন বেশির ভাগ বিশ্লেষক। কিন্তু আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আজ লড়াইটা আর হলো কই! একপেশে ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ভারত।

ব্যাটিং বা বোলিং দুই বিভাগেই ভারতের চেয়ে স্পষ্ট ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল পাকিস্তান। ম্যাচ শেষে হারের কারণ হিসেবে সেটাই বলেছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। একই সঙ্গে তিনি রোহিত শর্মার প্রশংসাও করেছেন।

ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণীতে বাবর বলেছেন, 'আমরা ভালো করেছিলাম। আমরা স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলা আর জুটি গড়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। হঠাৎই ধস নামল এবং আমরা শেষটা ভালো করতে পারিনি। যেভাবে আমরা শুরু করেছিলাম, লক্ষ্য ছিল ২৮০-২৯০ রান করব। কিন্তু ধসের মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের। আমাদের সংগ্রহ ভালো ছিল না।'

শাহিন শাহ আফ্রিদি, হাসান আলী ও হারিস রউফের সমন্বয়ে গড়া পেস আক্রমণের কাছেও অনেক চাওয়া ছিল অধিনায়ক বাবরের। কিন্তু অধিনায়কের সেই চাওয়া পূরণ করেতে পারেননি তাঁরা। বাবর বলেছেন, 'নতুন বলে আমাদের বোলিং সামর্থ্য অনুযায়ী হয়নি।'

এ জায়গায় এসে বাবর ভারতের অধিনায়ক ও ওপেনার রোহিতকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, 'রোহিত যেভাবে খেলেছে, অসাধারণ একটা ইনিংস। আমরা উইকেট নিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি।'

একপেশে লড়াইয়ে পাকিস্তানকে পিষ্ট করে ভারতের ৮-০

আহমেদাবাদ ঃ পাকিস্তান ঃ ৪২.৫ ওভারে ১৯১
ভারত ঃ৩০.৩ ওভারে ১৯২/৩ ফল ঃভারত ৭ উইকেটে জয়ী।

আহমেদাবাদের ১ লাখ ৩২ হাজার ধারণক্ষমতার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কতজন পাকিস্তান সমর্থক ছিলেন, সেটা একটা প্রশ্ন। গ্যালারিতে তো স্বাগতিক ভারতের সমর্থকদের সমুদ্রে পাকিস্তানের সমর্থকদের খুঁজেই পাওয়া যায়নি। বিশ্বকাপের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ও হাই ভোল্টেজ ম্যাচে মাঠের লড়াইটাও হলো সে রকমই একপেশে। অবিশ্বাস্য এক ধসে পড়ে ১৯১ রানেই আটকে যায় পাকিস্তান, ভারত সে লক্ষ্য পেরিয়ে গেছে ৭ উইকেট ও ১৯.৩ ওভার হাতে রেখেই। বিশ্বকাপে দুই দলের লড়াইয়ের ইতিহাসও অবশ্য একপেশেই। আগের ৭ ম্যাচেই জিতেছিল ভারত। আহমেদাবাদের দাপুটে জয় ব্যবধানটাকে করল ৮-০। টানা তিন ম্যাচ জয়ে এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট ভারত এগিয়ে গেল আরও একটু। অন্যদিকে টানা দুটি জয়ের পর বড় ধাক্কা খেল পাকিস্তান।

অথচ এ ম্যাচ রোমাঞ্চকর কিছুরই আশা ছিল। একদিকে গত বিশ্বকাপের পর থেকে দারুণ রেকর্ডসমৃদ্ধ পাকিস্তানের টপ অর্ডার ও ফাস্ট বোলিং, ফর্মে থাকা মিডল অর্ডার অন্যদিকে ভারতের হেভিওয়েট ব্যাটিং ও মাঝের ওভারের স্পিন বিষ। সব কটি দ্বৈরথেই পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বকাপের স্বাগতিকেরা।

প্রথম ইনিংসের অনেকটা সময় অবশ্য রোমাঞ্চের আভাসই দিয়েছিল ম্যাচটি, যখন ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান এগোচ্ছিল বেশ ভালোভাবে। ধীরগতির উইকেটে ২৭০-২৮০ রানও হতে পারত লড়াই করার মতো স্কোর। ২৯.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১৫৫ রান করে ফেলেছিল টসে হেরে ব্যাটিং করতে নামা পাকিস্তান। অধিনায়ক বাবর আজম করেন প্রথম ফিফটি, দুর্দান্ত ফর্মে থাকা মোহাম্মদ রিজওয়ানও এগোচ্ছিলেন ফিফটির পথে। এরপর যা ঘটল, সেটিকে কোনো বিশেষণেই ব্যাখ্যা করা কঠিন। ও রকম শক্ত অবস্থান থেকে ৩৬ রান তুলতেই শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে বসে পাকিস্তান, গুটিয়ে যায় ৪২.৫ ওভারের মধ্যেই। পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের কী হলো, সেটি বুঝতে জেনে নেওয়া যাক ধারাভাষ্যে থাকা সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেইনের বলা কথাটিতে এমন ধস সম্ভব শুধু পাকিস্তানের ব্যাটিংয়েই।

ভারতকে এত কম লক্ষ্য দিয়ে আটকানোটা শাহিন শাহ আফ্রিদিদের জন্য বেশ কঠিনই ছিল। এরপর রোহিত শর্মা যেভাবে ব্যাটিং করা শুরু করলেন, সেটিকে আর সম্ভব বলেই মনে হয়নি। ৬টি করে চার ও ছক্কায় ৬৩ বলে ৮৬ রানের ইনিংসে ভারতের রান তাড়ায় নেতৃত্ব দিয়েছেন অধিনায়ক রোহিত নিজেই। তাঁর হিটিং ছিল চোখধাঁধানো। আফ্রিদি, হাসান আলী, হারিস রউফদের বিপক্ষে রোহিতের ব্যাটিংটা যে রকম আক্রমণাত্মক ছিল, তাতে এ ম্যাচ দিয়ে ফেরা শুবমান গিল আর বিরাট কোহলির কম রানে আউট হয়ে যাওয়াও কোনো পার্থক্য গড়তে পারেনি। অবশ্য শাহিন শাহ আফ্রিদির স্লোয়ারে ক্যাচ তুলে নাগালের মধ্যে থাকা বিশ্বকাপের অষ্টম সেঞ্চুরিটি হাতছাড়া করেন রোহিত, ম্যাচে তাঁর একমাত্র আক্ষেপ থাকতে পারে এটা নিয়েই। ব্যাটিংয়ের আগে ফিল্ডিংয়ে বোলার পরিবর্তনে, রিভিউ নেওয়াতে রোহিত যা চেয়েছেন প্রায় সবই তো পেয়েছেন!

ম্যাচটা পাকিস্তানের জন্য হয়ে থাকতে পারে বড় এক আক্ষেপ হয়ে। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে গ্যালারিভর্তি ভারতীয় সমর্থকদের চাপের মধ্যেও পাকিস্তানের ওপেনাররা শুরুটা করেছিলেন বেশ ভালো। পেসারদের জন্য তেমন কিছুই ছিল না উইকেটে, সে সুযোগে ইমামউলহক ও আবদুল্লাহ শফিক প্রথম ৭ ওভারে মারেন ৭টি বাউন্ডারি। ভারতকে প্রথম উইকেট এনে দেন মোহাম্মদ সিরাজ, তাঁর ক্রস সিমের ডেলিভারিতে পরাস্ত আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান শফিক। ওপেনিং জুটি থামে ৪১ রানে।

ভালো শুরু পাওয়া ইমামের ইনিংস বড় হয়নি, ৩৮ বলে ৩৬ রানে সেটি থামে হার্দিক পান্ডিয়ার অফ স্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দিতে গিয়ে। ক্রিজে এরপর পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের দুই স্তম্ভ বাবর ও রিজওয়ান। বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার কুলদীপ একদিক থেকে চাপ তৈরি করলেও তাঁদের জুটি ভারতকে হতাশই করেছে। স্পিনের বিপক্ষে সতর্ক বাবর সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন পেসারদের বিপক্ষে। কিন্তু সিরাজের ক্রস সিমের লেংথ বলে থার্ডম্যানের দিকে অতি আত্মবিশ্বাসী শট খেলতে গিয়ে হয়ে যান বোল্ড, বাবর থামেন ঠিক ৫০ রানে। তখন কে ভেবেছিল, বাবরের আউটের পরই ধসে পড়বে পাকিস্তানের ইনিংস!

১১-৪০তম ওভারের মধ্যে গত বিশ্বকাপের পর থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট যাঁর, সেই কুলদীপের এক ওভারেই বদলে যায় সব। লাইন ধরে রাখা বলে এলবিডব্লু সৌদ শাকিল, যে উইকেটটা ভারত পায় রিভিউ নিয়ে। সে ওভারেই লেগ স্টাম্পের বাইরের ডেলিভারিতে সুইপ করতে গিয়ে স্টাম্পে বল ডেকে আনেন ইফতিখার আহমেদ। পরের ওভারে যশপ্রীত বুমরার ভেতরের দিকে ঢোকা বলটা রিজওয়ানের ব্যাট ও প্যাডের বড় গ্যাপ দিয়ে ঢুকে স্টাম্প ভেঙে দেওয়ার পরই বলতে গেলে শেষ হয়ে যায় ধ্বংসস্তূপে পাকিস্তানের মাথা তুলে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা।

এরপর যা হওয়ার, সেটিই হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার পারদ যতই উঁচুতে উঠুক, মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠিক তার বিপরীত। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের এ অনুসিদ্ধান্ত এ ম্যাচে প্রমাণিত হলো আরেকবার।

বলে তুকতাক করেই কি ইমামকে আউট করলেন পান্ডিয়া

আহমেদাবাদ ঃ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের ২২ গজকে শুরু থেকে ব্যাটিংসহায়ক মনে হচ্ছিল। এমন পিচে থিতু হতে একদমই সময় নেননি ইমামউলহক।

দ্বিতীয় ওভারে মোহাম্মদ সিরাজকে মেরেছেন ৩টি চার। এরপর যশপ্রীত বুমরা, কুলদীপ যাদব, হার্দিক পান্ডিয়ার ওভার থেকেও তুলে নিয়েছেন একটি করে চার। সর্বশেষ বাউন্ডারিটি যাঁর বলে মেরেছিলেন, সেই পান্ডিয়ার বলেই আউট হয়েছেন ইমাম। আর সেই আউট নিয়েই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। পাকিস্তানের রান তখন ১২ ওভারে ১ উইকেটে ৬৮। ১৩তম ওভারটি করতে আসেন পান্ডিয়া। তাঁর প্রথম বলে সিঙ্গেল নেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। স্ট্রাইকে গিয়ে দ্বিতীয় বলেই দারুণ কাটে চার মারেন ইমাম। পরের ডেলিভারিটির আগে পান্ডিয়াকে বল মুখের কাছে এনে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে দেখা যায়। এরপর বলে ফুঁও দেন। কী 'মন্ত্র' পড়েছেন, পান্ডিয়াই ভালো জানেন। তবে তাঁর ওই কিছু একটা বিড়বিড় করে বলা আর ফুঁ দেওয়ার পরের বলেই ঘটে বাজিমাত! আউট হয়ে যান ইমাম। পান্ডিয়ার বলটি ছিল অফ স্টাম্পের বেশ বাইরে, সেটি তাড়া করতে গিয়ে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন পাকিস্তানের ওপেনার। উদ্‌যাপন শুরুর আগে পাকিস্তানি ওপেনারকে বিদায় সম্ভাষণের মতো করে 'সেন্ড অফ' জানান পান্ডিয়া। এর পরপরই 'পান্ডিয়ার বলপড়া' ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কেউ বিশ্বাসের বলে আর কেউবা মজার ছলে বলতে থাকেন, বলে মন্ত্র পাঠ করে জাদু করেছিলেন পান্ডিয়া। আর তাতেই আউট হয়েছে ইমাম। পান্ডিয়া কী মন্ত্র পড়েছেন তিনিই সত্যিটা জানেন। তবে বল নিয়ে দৌড় দেওয়ার আগমুহূর্তে যেভাবে বিড়বিড় করেছেন, আর বল করতেই সেটা কাজে লেগে গেল, তাতে তুকতাক বা মন্ত্রপাঠ তত্ত্ব বেশ আলোচিতই হয়ে উঠেছে টুইটার ফেসবুকে।

বাবরদের খামখেয়ালি ব্যাটিংয়ের যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না রমিজ

আহমেদাবাদ ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ ২ উইকেটে ১৫৫ থেকে ১৯১ রানে অলআউট মাত্র ৩৬ রানের মধ্যে শেষ ৮ উইকেট হারিয়েছে বাবর আজমের দল। বিশ্বকাপে আর কখনোই এত কম রানে এত বেশি উইকেট হারায়নি পাকিস্তান। আর এই বাজে ব্যাটিংবিপর্যয় হয়েছে এমন ম্যাচে, যেটি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বলে বিবেচিত। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের এই ব্যাটিংবিপর্যয়ের কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না রমিজ রাজা। পাকিস্তানের সাবেক এই ক্রিকেটারের কাছে বাবরদের ব্যাটিংকে মনে হয়েছে খামখেয়ালি (কেয়ারলেস)। ব্যাটিংয়ের জন্য উইকেটে এমন কিছুই ছিল না যার কারণে এমন বাজেভাবে গুটিয়ে যেতে হবে। বাবরের আউট পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে ভালোই এগোচ্ছিল পাকিস্তান। মোহাম্মদ রিজওয়ানের সঙ্গে অধিনায়কের দ্বিতীয় উইকেট জুটি ৫০ পেরিয়ে দলকে আশা দেখাচ্ছিল বড়সড় দলগত সংগ্রহের। কিন্তু মোহাম্মদ সিরাজের ক্রস সিমের লেংথ বলে থার্ডম্যানে অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে খেলতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনেন বাবর। যেভাবে চেয়েছিলেন, বল ততটা ওঠেনি। বোল্ড হন ৫০ রানে। অধিনায়কের এই আউটে পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের বাঁধ যেন হুড়মুড় করে ভেঙে যেতে থাকে। কুলদীপ যাদবের বলে এলবিডব্লু হন সৌদ শাকিল। একই ওভারে সুইপ করতে গিয়ে বল স্টাম্পে ডেকে নিয়ে বোল্ড ইফতিখার আহমেদ। পরের ওভারে যশপ্রীত বুমরার ভেতরের দিকে ঢোকা বল রিজওয়ানের ব্যাট ও প্যাডের বড় গ্যাপ দিয়ে ঢুকে স্টাম্প ভাঙে। প্রায় একইভাবে আউট হন শাদাব খানও। এরপর উচ্চাভিলাষী শট খেলতে গিয়ে মোহাম্মদ নেওয়াজ আর হাসান আলীরা আউট হলে ২০০-এর আগেই থেমে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। বিবিসি টেস্ট ম্যাচ স্পেশাল লাইভে রমিজ রাজা লিখেছেন, 'এই ব্যাটিংয়ের কোনো যুক্তি হয় না। কারণ, এটা স্রেফ খামখেয়ালি ব্যাটিং, কারণ ছাড়া ব্যাটিং। কোনো মনোযোগ ছিল না।' নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের পিচ এত কম রানে অলআউট হওয়ার মতো নয় উল্লেখ করে রমিজ লিখেছেন, 'ব্যাটিংয়ের জন্য এটা ভালো উইকেট। এখানে ১৯১ রানে অলআউট এবং ৩৬ রানে আউট হয়ে যেতে পারে খুব কম দল। পাকিস্তানকে এখানে নিজেদেরই দুষতে হবে।' শেষ দিকে পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের এলোপাতাড়ি খেলার চেষ্টাকে এক শব্দে 'পাগলামি' বলেও উল্লেখ করেন রমিজ।

ইসরায়েল ফিলিস্তিন ইস্যুতে মোদী ও ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের ভিন্ন সুর কেন?

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইসরায়েলের ওপরে হামাসের হামলার পরেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেটিকে 'সন্ত্রাসী হামলা' বলে উল্লেখ করায় আলোচনা শুরু হয়েছিল যে ভারত কী তাহলে অনেক দশক ধরে ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানো অবস্থান বদল করল?

তবে ওই হামলা এবং হামাস'ইসরায়েল সংঘর্ষ শুরু হওয়ার ছয়দিন পরে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক প্রথমবারের মতো বিষয়টি নিয়ে যে মন্তব্য করেছে, তাতে ফিলিস্তিনের সমর্থনের কথা বলা হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী ফিলিস্তিন নিয়ে ভারতের দীর্ঘকালের যে অবস্থান, সেটাকেই তুলে ধরেছেন যে ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত দেশ ফিলিস্তিনের দাবির প্রতি ভারত সমর্থন জানাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী যখন ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন, তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। কেন ফিলিস্তিনের দাবির প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করল?

বিশ্লেষকরা মনে করছেন মি. মোদীর মন্তব্যে আন্তর্জাতিক মহলে যে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, সেটারই ড্যামেজ কন্ট্রোল করল পররাষ্ট্র মন্ত্রক।

কী বলেছে পররাষ্ট্র দপ্তর?

পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, আমাদের নীতি দীর্ঘদিন ধরে একই আছে। একটি সার্বভৌম, স্বাধীন এবং কার্যকর রাষ্ট্র হিসাবে ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি আলোচনা শুরু করার পক্ষে সবসময়েই থেকেছে ভারত। মি. বাগচী যোগ করেছেন যে ভারত এমন এক পরিস্থিতি চায়, ফিলিস্তিনিরা যেখানে নির্দিষ্ট এবং সুরক্ষিত সীমান্তের ভেতরে ইসরায়েলে সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারবেন।

এই অবস্থানের কোনও বদল হয় নি, জানিয়েছেন অরিন্দম বাগচী। তবে মি. বাগচী হামাসের হামলাকে 'সন্ত্রাসী কাজ' বলেও উল্লেখ করেছেন। তার কথায়, যে কোনও ধরণের সন্ত্রাসবাদী হুমকির মোকাবিলা করারও দায়িত্ব আছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্সএ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সন্ত্রাসী হামলা' এবং ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ানোর কথাকে ফিলিস্তিন নিয়ে ভারতের পুরণো অবস্থান বদলের ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছিল। ওই মন্তব্যে মি. মোদী ফিলিস্তিনের কথা উল্লেখও করেননি।

তার ওই মন্তব্যের পরে দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুত্ববাদীরা জোরালোভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন করছিলেন। এমনকি কেউ কেউ ইসরায়েলের হয়ে হামাসের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইতে অংশ নেওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

আর এই কদিন নিশ্চুপ ছিল দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অবশেষে তারা যখন মুখ খুলল, হামাসের হামলার ঘটনাটিকে 'সন্ত্রাসী হামলা' বলেও ফিলিস্তিনের প্রতি ভারতের সহানুভূতির কথা পুনর্ব্যক্ত করল।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ এ কে পাশা বলছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মন্তব্য দুটি দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। নরেন্দ্র মোদী আবেগের থেকে, দেশে তার হিন্দু ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে ওই মন্তব্য

করেছিলেন। আর পররাষ্ট্র মন্ত্রককে আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো, কূটনীতি এসব বাস্তবতা মাথায় রেখে কাজ করতে হয়। তাই দুটো মন্তব্য সাংঘর্ষিক, বলছিলেন মি. পাশা। তার কথায়, এটা পররাষ্ট্র মন্ত্রকের একটা ড্যামেজ কন্ট্রোলের প্রচেষ্টা।

প্রধানমন্ত্রীর ওই মন্তব্য যে আরব বিশ্ব ভালভাবে নেবে না, সেটা কূটনীতিকরা ভালই টের পেয়েছেন। আরব দেশগুলো ভারতের সবথেকে বড় বাণিজ্য সঙ্গী। ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে তেল, সার এসবের ওপরে আরব বিশ্বের ওপরে নির্ভর করতে হয় ভারতকে

নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্যের পরে যাতে আরব বিশ্ব ভারত বিরোধী কোনও অবস্থান না নেয়, তাই অবস্থা সামলাতে এই কদিন সময় নিল পররাষ্ট্র মন্ত্রক, বলছিলেন এ কে পাশা।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী থেকে শুরু করে অটল বিহারী বাজপেয়ী - ভারতের সব নেতা নেত্রীই ফিলিস্তিনের পক্ষে থেকেছেন গত শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকেই।

মি. গান্ধী তার হরিজন পত্রিকায় ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৮ সালে লিখেছিলেন , ইংল্যান্ড যেরকম ব্রিটিশদের বা ফ্রান্স যেভাবে ফরাসীদের, সেই একই ভাবে ফিলিস্তিন আরবদের। ওই একই লেখায় তিনি এটাও বলেছিলেন, আরবদের ওপরে ইহুদীদের চাপিয়ে দেওয়া হলে সেটা ভুল এবং অমানবিক হবে।

জওহরলাল নেহরু ১৯৩৬ সালে লিখেছিলেন 'ফিলিস্তিনের সমস্যা মূলত একটি জাতীয়তাবাদী সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে জনগণ। এটা কোনও জাতিগত বা ধর্মীয় বিষয় নয়। তিনি বলেন, 'সম্ভবত আমাদের কিছু মুসলিম দেশবাসী ধর্মীয় বন্ধনের কারণে আরবদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে ভিত্তি করেই ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও দেশের ফিলিস্তিন ইসরায়েল নীতি গড়ে উঠেছিল। মি. নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত ফিলিস্তিনের বিভাজন এবং জাতিসংঘে ইসরায়েলের প্রবেশের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। পরে, ১৯৫০ সালে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় ভারত।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধী ফিলিস্তিনি সংগ্রামের প্রতি ভারতের সহমর্মিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও প্রধান ইয়াসের আরাফতকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে মনে করতেন মিসেস গান্ধী।

তারপরে রাজীব গান্ধীও সেই নীতিই মেনে চলতেন।

প্রধানমন্ত্রী মোরারাজি দেশাই এর অধীনে জনতা সরকারের সময় অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন জনতা দল সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন এবং পরবর্তীকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবেও ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানোর কথাই বলতেন।

ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও। তবে একই সঙ্গে ফিলিস্তিনি সংগ্রামের প্রতিও সমর্থন অটুট ছিল মি. নরসিমা রাওয়ের সময়েও।

মনমোহন সিং সহ একের পর এক প্রধানমন্ত্রী এই সংগ্রামের প্রতি ভারতের সংহতি প্রকাশ করেছিলেন।

নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরেও কিন্তু ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে ভারত।

ভারত ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিয়মিত উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সফর হয়েছে। মি. মোদী ইসরায়েল যেমন সফর করেছেন, তেমনই পৃথক সফরে গেছেন ফিলিস্তিনি এলাকাতেও।

সেই সময়ে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস মি. মোদীকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'গ্র্যান্ড কলার অব দ্য স্টেট অব প্যালেস্টাইন' প্রদান করেছিলেন।

আবার ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ২০১৭ সালের মে মাসে ভারত সফর করেন।

গত বছর আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিনিদের সংহতি দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি বার্তাও দিয়েছিলেন।

গাজায় মাটির নীচে হামাসের টানেল ফাঁদ কতটা বিস্তৃত?

গাজা ঃ গাজা শহরের মাটির নীচে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের তৈরি করা গোপন টানেল নেটওয়ার্কের একাংশে আক্রমণের কথা জানিয়েছে ইসরায়েল। শনিবারের হামলার ঘটনার পর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে হামাসকে লক্ষ্য করে নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে দেশটি। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সের (আইডিএফ) একজন মুখপাত্র বৃহস্পতিবার এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, গাজা উপত্যকার একটি স্তর বেসামরিক নাগরিকদের এবং আরেকটি স্তর আছে হামাসের জন্য। আমরা হামাসের তৈরি করা সেই দ্বিতীয় স্তরটিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি।

তাদের দাবি, এসব বাংকার গাজার বেসামরিক নাগরিকদের জন্য নয়। এটা শুধু হামাস আর অন্য সন্ত্রাসীদের জন্য, যাতে করে তারা ইসরায়েলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে রকেট হামলা বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম কিংবা এ ধরণের অপারেশনের পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করতে পারে।

এই টানেল নেটওয়ার্কের আকার সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন, যাকে ইসরায়েল বলছে 'গাজা মেট্রো', কারণ মনে করা হয় এটা এমন একটা এলাকার নীচে বিস্তৃত, যা লম্বায় প্রায় ৪১ কিলোমিটার আর প্রস্থে ১০ কিলোমিটার।

২০২১ সালের সংঘাতের পর আইডিএফ বিমান হামলা করে ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি টানেল ধ্বংসের দাবি করেছিল। হামাস তখন বলেছিল যে তাদের টানেল ৫০০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এবং এর মাত্র পাঁচ শতাংশ আক্রান্ত হয়েছে।

টানেল সংক্রান্ত এসব তথ্য বোঝার জন্য যেটা উল্লেখ করা যায়, তা হলো পুরো লন্ডন শহরের আন্ডারগ্রাউন্ডের দৈর্ঘ্য ৪০০ কিলোমিটারের মতো।

গাজায় টানেল নির্মাণ শুরু হয় ২০০৫ সালে ইসরায়েল সৈন্য ও বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহারের আগে থেকেই। তবে এর গতি বাড়ে দু বছর পর হামাস গাজার নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার পর। ফলে নিরাপত্তাজনিত কারণে ইসরায়েল ও মিশর পণ্য পরিবহন ও মানুষের আসাযাওয়ার ওপরে কড়াকড়ি আরোপ শুরু করে।

এক পর্যায়ে মিশর সীমান্তে প্রায় আড়াই হাজার টানেল হামাস ও অন্য সশস্ত্র গোষ্ঠী ব্যবহার করেছে বাণিজ্যিক পণ্য, তেল ও অস্ত্র চোরাচালানের জন্য।

২০১০ সালের পর গাজায় চোরাচালানের গুরুত্ব কমে যায় কারণ ইসরায়েল তাদের ক্রসিং ব্যবহার করে বেশি পণ্য আমদানির সুযোগ দেয়া শুরু করে। পরে মিশর কিছু টানেল ধ্বংস করে বা বন্যার পানিতে ভাসিয়ে দেয়।

হামাস ও অন্য গ্রুপগুলোও তখন ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর হামলার জন্য নতুন করে টানেল খনন শুরু করে।

২০০৬ সালে ইসরায়েল সীমান্তে এমন টানেল ব্যবহার করে দুজন ইসরায়েলি সেনাকে হত্যা করে এবং আরেকজনকে তুলে নেয়া হয়, যাকে পরে পাঁচ বছর জিম্মি রাখা হয়েছিলো।

২০১৩ সালে আইডিএফ ১ দশমিক ৬ কিলোমিটার লম্বা ও ১৮ মিটার গভীর টানেল আবিষ্কার করে, যার ছাদ ও দেয়াল ছিলো কংক্রিটের তৈরি। এটি গাজা উপত্যকা থেকে শুরু করে ইসরায়েলের কিবুতয এলাকার কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। স্থানীয় অধিবাসীরা বিচিত্র শব্দ শোনার পর ইসরায়েলিরা এটিকে চিহ্নিত করে।

পরের বছর নিজেদের প্রতি হুমকি দূর করতে এ ধরণের 'সন্ত্রাসী টানেল'গুলোকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়োজন বোধ করে ইসরায়েল।

আইডিএফ পরে ৩০ কিলোমিটারের বেশি টানেল ধ্বংস করে দেয়ার দাবি করে। কিন্তু তারপরেও একটি সশস্ত্র গ্রুপ এমন একটি টানেল থেকে হামলা চালিয়ে চার জন্য ইসরায়েলি সেনাকে হত্যা করে।

আন্তঃসীমান্ত টানেলগুলো অনেকটা দুর্গের মতো। মূলত ইসরায়েলি ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালাতে একবার ব্যবহারের জন্য এগুলো খোঁড়া হয়, ইসরায়েলের রিচম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ারফেয়ার বিশেষজ্ঞ ড. ডাফনে রিচমন্ড বারাক বলছিলেন।

নেতারা সেখানে লুকিয়ে থাকে। তাদের কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টার আছে। তারা এগুলো ব্যবহার করে ট্রান্সপোর্ট ও যোগাযোগের জন্য। এগুলোতে রেল ট্রাক, আলো ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকে।

তার মতে হামাস সিরিয়ার আলেপ্পোতে বিদ্রোহী যোদ্ধা ও মসুলে ইসলামিক স্টেট জিহাদিদের কৌশল পর্যবেক্ষণ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টানেল নির্মাণ ও যুদ্ধ কৌশলে আরও দক্ষতা অর্জন করেছে। ধারণা করা হয় যে, গাজায় যে টানেল নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলো ভূপৃষ্ঠ থেকে অন্তত একশ ফুট গভীরে এবং এর প্রবেশপথগুলো সাধারণ ঘরবাড়ি, মসজিদ, স্কুল কিংবা এমন ভবনে যেখানে সাধারণ মানুষের সমাগম হয়। মূলত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সদস্যদের যেন চিহ্নিত করা না যায় সেজন্য এগুলো ব্যবহার করে তারা।

স্থানীয় মানুষজনকেও এমন নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য মূল্য দিতে হয়। আইডিএফের অভিযোগ গাজার মানুষের জন্য ত্রাণ হিসেবে দেয়া মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার টানেল তৈরি ও আগের যুদ্ধগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি নির্মাণে ব্যয় করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে ইসরায়েলে যে হামলা হয়েছে তাতেও টানেল ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। ওই হামলায় এক হাজার তিনশ মানুষ মারা গেছে, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। জিম্মি করা হয়েছে আরও অন্তত দেড়শ।

কাফার আজা'র কাছে একটি টানেলের বের হওয়ার পথের সন্ধান পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ওই এলাকাতেই অনেকে বেসামরিক মানুষ হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে।

এটি সত্যি হলে ওই টানেলটি নির্মাণ করা হয়েছে এন্টি টানেল সেন্সরসহ নির্মিত ভূগর্ভস্থ দেয়ালেরও নীচ দিয়ে। ২০২১ সালে এ ধরণের দেয়াল তৈরির কাজ শেষ করেছিল ইসরায়েল।

ড. রিচমন্ড বারাক বলছেন, টানেল চিহ্নিত করার কোন পদ্ধতিই পুরোপুরি প্রমাণিত নয়। এজন্যই যুদ্ধে সবসময় টানেল ব্যবহৃত হয়ে আসছে অনেক আগে থেকেই, কারণ এটা ঠেকানোর উপায় নেই। তিনি বলেন, ইসরায়েল গাজায় হামাসের পুরো টানেল নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে পারবে এটা বিশ্বাস করাটা হবে অবাস্তব বিষয়। নেটওয়ার্কটির কোন কোন অংশ থেকে নানা কারণে অনেককে সরানো যাবে না। আবার কিছু অংশ থাকবে অজানা। আবার কিছু অংশের জন্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হবে অনেক বেশি।

টানেল ধ্বংস করতে গিয়ে ব্যাপক প্রাণহানির সম্ভাবনাও আছে যার মধ্যে ইসরায়েলি সেনা, ফিলিস্তিনের বেসামরিক নাগরিক ও জিম্মিরাও থাকতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেছেন। হামাস মানব ঢাল ব্যবহারে খুবই দক্ষ। আক্রমণ অনিবার্য হলে তারা এটি করতে জানে। নিরীহ বেসামরিক মানুষজনকে তারা ভবনের ওপরে রাখে। এগুলো অনেকবারই ইসরায়েলকে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেছে, বলছিলেন ডঃ রিচমন্ড বারাক।

কৌশলটিতে ব্যাপক দক্ষতা অর্জন করা হামাস এটিকে টানেলের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারে এবং যেসব আমেরিকান ও ইসরায়েলিদের জিম্মি করা হয়েছে তাদেরও সেখানে রেখে দিতে পারে। ২০২১ সালের সংঘাতের সময় গাজা শহরে ভয়াবহ বিমান হামলায় তিনটি আবাসিক ভবন ধ্বংস হয়েছিলো যাতে ৪২ জন মারা গিয়েছিলো। আইডিএফ বলেছিলো যে ভূগর্ভস্থ টানেলগুলো ছিলো তাদের লক্ষ্য। কিন্তু যখন এসব টানেল ধ্বংস হয় তখন যেসব ভবনের নীচের এই টানেল সেগুলোর ফাউন্ডেশনও ধ্বংস হয়ে যায়।

ডঃ বারাক বলছেন শহরাঞ্চলে যুদ্ধের কঠিন বাস্তবতা ও ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে প্রাণঘাতী হুমকি ছাড়াও টানেল নেটওয়ার্কের কাছে অনেক সময় অকার্যকর হয়ে পড়ছে আইডিএফের প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা কার্যক্রমও।

প্রথমত পুরো নেটওয়ার্ককে ফাঁদে পরিণত করার মতো অনেক সময় হামাসের আছে। তারা এমনকি সৈন্যদের টানেলে প্রবেশের সুযোগ দিয়ে তারপরও পুরোটাই উড়িয়েও দিতে পারে।

তারা অপহরণ করতে পারে হঠাৎ হামলা করে সৈন্যদের । এরপর সব ধরণের ঝুঁকি তৈরি হবে অক্সিজেন দ্রুত কমে যাওয়া, শত্রুর সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান লড়াই। এমনকি আহত সেনাদের উদ্ধারও কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে,

তার মতে, এমনকি টানেলের ভেতরে না গিয়েও একটি এলাকা চিহ্নিত করলেন যেখানে মনে করা হচ্ছে যে টানেল থাকতে পারে।

টুকরো খবর

গাজার ভেতরে তল্লাশি চালানোর খবর নিশ্চিত করেছে ইসরায়েল

ইসরায়েল ঃ ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ জানিয়েছে 'সন্ত্রাসীদের অবকাঠামো' ধ্বংসের জন্য গাজার ভূখণ্ডের ভেতরে তল্লাশি চালিয়েছে এবং তাদের সৈন্যরা কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করেছে যা জিম্মিদের খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। ইসরায়েলের ক্রমাগত বিমান হামলায় গত এক সপ্তাহে ১৯০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সামাজিক মাধ্যম 'এক্স' এ পোস্ট করা ভিডিওতে আইডিএফ জানিয়েছে, ইসরায়েলের বিমান বাহিনী হামাসের বিভিন্ন আস্তানা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এছাড়া হামাসের ব্যবহৃত অ্যান্টি ট্যাংক মিসাইল লঞ্চার লক্ষ্য করে বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে। এসব অ্যান্টি ট্যাংক মিসাইল লঞ্চার দিয়ে গাজা থেকে ইসরায়েলকে টার্গেট করে হামলা চালানো হয়। বিমান বাহিনী বলছে, আইডিএফ গাজা উপত্যকাকে 'সন্ত্রাসী ও অস্ত্রমুক্ত' করার চেষ্টার অংশ হিসেবে এবং 'নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান' পেতে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ধরণের কিছু তল্লাশি চালিয়েছে। ওদিকে গাজা থেকে বেসামরিক নাগরিকদের সরে যাওয়ার জন্য ইসরায়েল চব্বিশ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেয়ার পর পর গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে সরে গেছে বহু মানুষ। কেউ গাড়ীতে, কেউ ট্রাকে করে কিংবা পায়ে হেঁটে এলাকা ছাড়তে দেখা গেছে লোকজনকে। বড় ধরণের স্থল অভিযানের আগেই গাজার উত্তরাঞ্চলের প্রায় এগার লাখ মানুষকে সরে যাওয়ার জন্য বলেছিলো ইসরায়েল। জাতিসংঘ এ ধরণের নির্দেশকে ভয়ঙ্কর হিসেবে বর্ণনা করেছে। অন্যদিকে বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষায় সব ধরণের ব্যবস্থা নেয়ার আহবান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন গাজায় 'নিরাপদ এলাকা' নিশ্চিত করতে তিনি ইসরায়েলের সাথে কাজ করছেন। প্রসঙ্গত, গত শনিবার ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামাসের হামলার ঘটনায় অন্তত ১৩০০ মানুষ নিহত হয়েছে এবং জিম্মি করা হয়েছে অন্তত দেড়শ জনকে। অন্যদিকে এ ঘটনার পর গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ১৯০০। তেল, খাবার, ঔষধ ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে গাজার ওপর সর্বাত্মক অবরোধ আরোপ করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে দক্ষিণ লেবাননে তাদের একজন সাংবাদিক কর্মরত অবস্থায় খুন হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। মূলত হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যকার সংঘাত যেন পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে না পড়ে সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই তিনি ছয়টি আরব দেশ সফরের অংশ হিসেবে সৌদি আরবে গেলেন। মি. ব্লিংকেন চান আরব দেশগুলো হামাসের তীব্র সমালোচনা করুক এবং ইসরায়েল যে পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে তার প্রতি সংযত আচরণ করুক। তবে তিনি যখন রিয়াদে নেমেছেন তখনি বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ করে ইসরায়েলের তীব্র সমালোচনা করেছেন দেশটি। সৌদি আরব বেশ কিছুদিন ধরে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ইসরায়েলের সাথে আলোচনা চালিয়ে আসছিলো। কিন্তু এখন কার্যত সেটি থমকে গেছে। চলতি বছরের শুরুতে তারা ইরানের সঙ্গে নতুন করে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং সৌদি যুবরাজ চলতি সংঘাত শুরুর পর ইরানের প্রেসিডেন্টের সাথে ফোনে কথা বলেছেন। এখন অ্যান্টনি ব্লিংকেন চাইছেন ইরান যেন এখনকার সংঘাতে না জড়ায় সেটি যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী দেশগুলো নিশ্চিত করুক। তিনি এরপর মিশর যাবেন, দেশটির সাথে গাজার সীমান্ত আছে। সেখানে তিনি মানবিক সাহায্যের জন্য একটি করিডোর স্থাপন এবং গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের জন্য একটি 'সেফ জানে'র বিষয়ে আলোচনা করবেন। ইসরায়েল এরই মধ্যে গাজা সীমান্তে সেনা মোতায়েন, ভারী আর্টিলারি এবং ট্যাংক জড়ো করেছে এবং গত ছয় দিনে গাজায় হামাসের স্থাপনা লক্ষ্য করে চার হাজার টন ওজনের প্রায় ছয় হাজার বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইসরায়েলের বিমানবাহিনী বলেছে, বিমান হামলায় মোট ৩৬ হাজারের বেশি স্থাপনায় আঘাত হেনেছে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দেশটির পার্লামেন্টে যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বলেছেন, কঠিন সময় আসছে। জাতিসংঘ বলেছে, গাজায় শোচনীয় অবস্থা চলছে কারণ খাবার এবং পানি দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া প্রায় ৫০ হাজার গর্ভবতী নারী প্রয়োজনীয় কোন সেবা গ্রহণ করতে পারছে না। এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, গত শনিবার থেকে এ পর্যন্ত ১১ জন স্বাস্থ্যকর্মী গাজায় নিহত হয়েছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে তারা লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহর অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। লেবানন সীমান্তের কাছে উত্তরাঞ্চলীয় শহর হাইফা থেকে ড্রোন ইসরায়েলের সীমান্ত অতিক্রমের পর তারা দুটি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলের সাথে হেজবুল্লাহর পাল্টাপাল্টি রকেট হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামাসের মতো হেজবুল্লাহকেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও তাদের মিত্ররা সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে ইরানের সমর্থনে সংগঠনটির শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থান আছে লেবাননে। ২০০৬ সালে ইসরায়েলের সাথে মারাত্মক যুদ্ধে প্রায় ১২শ মানুষ নিহত হয়েছিলো। গাজা ও লেবাননে বিতর্কিত সাদা ফসফরাস বোমা ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে। যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী এন্ড্রু মিশেল বিবিসিকে বলেছেন ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য তহবিলের বিষয়টি পর্যালোচনা করছেন তারা। তার মতে এর মাধ্যমে জরুরি মানবিক সহায়তা দেয়া হতে পারে, যা এখন সবচেয়ে জরুরি। তবে কিছু ইউরোপীয় দেশ হামাসের হামলার ঘটনার পর দ্বিপাক্ষিক সহায়তা স্থগিত করেছে। কিন্তু যুক্তরাজ্য জাতিসংঘ শরণার্থী কর্মসূচির আওতায় সহায়তা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মানবিক সহায়তার জন্য আমাদের দিক থেকে যা করা দরকার সেটি আমরা করবো, বলছিলেন তিনি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি রবিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
15:10:2023

বাংলাদেশের জন্য শেষ চারে যাওয়ার রাস্তা ক্রমেই কঠিন

চেন্নাই ঃ চেন্নাইতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ও তার আগে ধরমশালায় ইংল্যান্ডের কাছে বড় ব্যবধানে হেরে বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে যাওয়ার লক্ষ্য বাংলাদেশের জন্য রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়ল। কাগজেকলমে হয়তো শেষ চারে পৌঁছনো এখনো অসম্ভব নয়, কিন্তু তার জন্য বাংলাদেশকে প্রায় দু'তিনটে বড় মাপের 'আপসেট' বা অঘটন ঘটাতেই হবে। বিশ্বকাপ শুরুর আগে দলের হেড কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন, রাউন্ড রবিন লীগের ন'টা ম্যাচের মধ্যে চারপাঁচটায় জিতে সেমিফাইনালে যাওয়াই তাদের প্রথম লক্ষ্য। সেই চারপাঁচটার টার্গেটের মধ্যে আফগানিস্তান ম্যাচে লক্ষ্যভেদ হয়েছে সহজেই। কিন্তু বাকি ছ'টা ম্যাচের মধ্যে তিনচারটেয় জেতা শুধু কঠিন নয় - খুব কঠিন! এই ছ'টা ম্যাচে বাংলাদেশ পর পর খেলবে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এর মধ্যে যদি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে নেদারল্যান্ডস ম্যাচটা সহজেও জেতা যায়, তারপরও বাকি পাঁচটা ম্যাচে অন্তত তিনটে শক্ত প্রতিপক্ষকে হারাতেই হবে বাংলাদেশকে। চেন্নাইতে ম্যাচপরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে এসে নাজমুল হোসেন শান্তও তাই প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিলেন, সামনের রাস্তা ক্রমশ দুর্গম হয়ে উঠছে।

মোহাম্মদ দেইফ, ইসমাইল হানিয়ে, খালেদ মেশাল - হামাসের শীর্ষ নেতা যারা

আম্মান (এজেন্সী) ঃ অক্টোবরের সাত তারিখ সকাল সাতটার দিকে ইসরায়লকে লক্ষ্য করে হামাসের আক্রমণের পর প্রশ্ন উঠছে 'অপারেশন আলআকসা ফ্লাড' পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান কারা করেছে? কারণ এই অপারেশন ইসরায়েলকে চমকে দিয়েছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষক এবং সামরিক বিশ্লেষকরা।

গাজা নিয়ন্ত্রণকারী ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের অনেকেই মিডিয়ায় মুখোশ পরে উপস্থিত হন। অন্যদিকে কেউ কেউ ইসরায়েলের হত্যাচেষ্টা থেকে বাঁচতে তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন।

এখানে আমরা বর্তমানে হামাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ইজ আলদিন আলকাসাম ব্রিগেডসের সামরিক কমান্ডারদের দিকে নজর দিচ্ছি।

মোহাম্মদ দেইফ

গাজা থেকে হামাস যোদ্ধাদের ইসরায়েলে প্রবেশের জন্য নির্মিত টানেলের প্রকৌশলী ছিলেন দেইফ।

তিনি মোহাম্মদ দিয়াব আলমাসরি, যার ডাক নাম আবু খালেদ এবং আলদেইফ।

তিনি হামাস আন্দোলনের সামরিক শাখা ইজ আলদিন আলকাসাম ব্রিগেডের নেতৃত্ব দেন। তিনি ১৯৬৫ সালে গাজায় জন্মগ্রহণ করেন।

ফিলিস্তিনিদের কাছে তিনি মাস্টারমাইন্ড হিসেবে এবং ইসরায়েলিদের কাছে মৃত্যুর মানুষ বা নয়টি জীবন নিয়ে জন্মানো যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত।

তিনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব গাজা থেকে জীববিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানে তিনি অভিনয় এবং থিয়েটার প্রতি আগ্রহের জন্য পরিচিত ছিলেন, আর সেখানে তিনি একটি শিল্পী দল গঠন করেছিলেন।

যখন হামাসের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়, তিনি বিনা দ্বিধায় এই দলে যোগ দেন। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ তাকে ১৯৮৯ সালে গ্রেপ্তার করে, আর হামাসের সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করার অভিযোগে বিনা বিচারে ১৬ মাস কারাগারে কাটিয়েছেন।

কারাবাসের সময় জাকারিয়া আলশোরবাগি এবং সালাহ শেহাদেহর সাথে মিলে ইসরায়েলি সৈন্যদের বন্দী করার লক্ষ্যে হামাস থেকে আলাদা একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সম্মত হন দেইফ - যা পরে আলকাসাম ব্রিগেডস হয়ে ওঠে।

দেইফ কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ইজ আলদিন আলকাসাম ব্রিগেডস একটি সামরিক সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়, যেখানে অন্যান্য কাসাম নেতাদের সাথে এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেইফ অগ্রভাগে ছিলেন।

দেইফ গাজা থেকে হামাস যোদ্ধাদের ইসরায়েলে প্রবেশের জন্য নির্মিত টানেলের প্রকৌশলী ছিলেন এবং একইসঙ্গে বড় সংখ্যক রকেট উৎক্ষেপণের কৌশল গ্রহীতাদের একজন ছিলেন।

তবে তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হলো হামাসের বোমা প্রস্তুতকারক ইয়াহিয়া আইয়াশকে হত্যার পর প্রতিশোধমূলক অভিযানের ধারাবাহিক পরিকল্পনা এবং তত্ত্বাবধান। একটি বাসে তার ছোঁড়া বোমা হামলায় ১৯৯৬ সালের শুরুতে ৫০জন ইসরায়েলি নিহত হয়েছিল এবং ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনজন ইসরায়েলি সেনার বন্দী ও হত্যার সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন।

ইসরাইল তাকে ২০০০ সালে গ্রেপ্তার ও বন্দী করে, কিন্তু দ্বিতীয় ইন্তিফাদার শুরুতে তিনি বন্দীদশা থেকে পালাতে সক্ষম হন, আর তারপর নিজের খুব সামান্য ছাপই তিনি ফেলে গেছেন।

দেইফের তিনটি ছবি রয়েছে- একটি খুব পুরনো, দ্বিতীয়টি মুখোশ পরা এবং তৃতীয়টি তার ছায়ার ছবি। তাকে হত্যা করার সবচেয়ে গুরুতর প্রচেষ্টা হয়েছিল ২০০২ সালে, যেটা থেকে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেও নিজের একটি চোখ হারান তিনি।

ইসরায়েলের তথ্যমতে, তিনি তার একটি পা এবং একটি হাতও হারিয়েছিলেন এবং বেশ কয়েকবার হত্যা প্রচেষ্টার পর বেঁচে থাকলেও তার কথা বলতে অসুবিধা হয়।

গাজা উপত্যকায় ২০১৪ সালে ৫০ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলের আক্রমণে দেশটির সেনাবাহিনী দেইফকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেও তার স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে হত্যা করে।

দ্য ক্লাউন নামক একটি নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি আবু খালেদ ডাকনামে পরিচিত হন, যেখানে তিনি মধ্যযুগের প্রথম দিককার উমাইয়া এবং আব্বাসীয় আমলের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব আবু খালেদের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

আরবি দেইফ শব্দটির অর্থ অতিথি। এই ডাকনামটি বেছে নেয়ার কারণ ছিল তিনি ইসরায়েলিদের হাত থেকে বাঁচতে তিনি একটি জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতেন না আর প্রতি রাতে নতুন কোন জায়গায় ঘুমাতেন।

মারওয়ান ইসা

ইসরায়েল মারওয়ান ইসাকে কথা নয়, কাজের লোক হিসেবে বর্ণনা করে আর বলে তিনি এতটাই চালাক যে কোন প্লাস্টিককে ধাতুতে পরিণত করতে পারেন।

ছায়া মানুষ এবং মোহাম্মদ দেইফের ডান হাত নামে পরিচিত মারওয়ান ইসা ইজ আলদিন আলকাসাম ব্রিগেডসের ডেপুটি কমান্ডারইনচিফ এবং হামাস আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যুরোর সদস্য।

খুব কম বয়সে হামাসের কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রথম ইন্তিফাদা চলাকালীন ইসরায়েলি বাহিনী তাকে আটক করার পর পাঁচ বছর আটকে রেখেছিল।

ইসরায়েল বলছে, যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন, হামাসের সাথে তার মস্তিষ্কের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। তারা তাকে কথা নয়, কাজের লোক হিসাবে বর্ণনা করে এবং বলে যে তিনি এতটাই চালাক যে কোন প্লাস্টিককেও ধাতুতে পরিণত করতে পারেন।

তিনি একজন বিশিষ্ট বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিতি পেলেও ক্রীড়া তার পেশা ছিল না, কারণ ১৯৮৭ সালে হামাস আন্দোলনে যোগ দেয়ার অভিযোগে ইসরায়েল তাকে গ্রেফতার করে।

পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করে এবং ২০০০ সালের আলআকসা ইন্তিফাদার আগ পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি।

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ইসা আলকাসসাম ব্রিগেডসের সামরিক ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইসরায়েল মারওয়ান ইসাকে কথা নয়, কাজের লোক হিসেবে বর্ণনা করে আর বলে তিনি এতটাই চালাক যে কোন প্লাস্টিককে ধাতুতে পরিণত করতে পারেন।

আন্দোলনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে তিনি ইসরায়েলের মোস্ট ওয়াণ্টেড তালিকায় জায়গা করে নেন। ২০০৬ সালে দেইফ এবং আলকাসাম ব্রিগেডসের প্রধান নেতাদের সঙ্গে সাধারণ কর্মীদের একটি বৈঠকের সময় ইসরায়েলিরা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তিনি আহত হলেও ইসরায়েলের তাকে নির্মূল করার লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।

২০১৪ এবং ২০২১ সালে গাজা আক্রমণের সময় ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো তার বাড়িও দুবার ধ্বংস করেছি। সেই আক্রমণে তার ভাই মারা যায়।

২০১১ সালে ইসরায়েলি সেনা গিলাদ শালিতের বিনিময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের অভ্যর্থনা করার সময় তোলা একটি গ্রুপ ছবির আগে তার চেহারা কারো জানা ছিল না।

নমদেগুয়েরে আবু আলবারা নামেও পরিচিত ইসা ২০১২ সালের শেল স্টোনস থেকে ২০২৩ সালের আলআকসা বন্যা পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধের পরিকল্পনায় তার ভূমিকা স্পষ্ট- এতে মাঠপর্যায়ের শক্তি, গোয়েন্দা ও প্রযুক্তি বাহিনী, সংগঠিত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার পরিধি এবং বসতি ও নিরাপত্তা সদর দফতরের উপর বিশেষ নজর দেয়া সবকিছুই তার জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয়।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিনওয়ারের নাম আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

হামাস আন্দোলনের নেতা এবং গাজা উপত্যকার রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান ইয়াহিয়া ইব্রাহিম আলসিনওয়ার ১৯৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি মাজদ নামে পরিচিত হামাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। এটি মূলত সন্দেহভাজন ইসরায়েলি এজেন্টদের বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা এবং ইসরায়েলি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার কর্মকর্তাদের ট্র্যাক করার মতো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয় পরিচালনা করে।

সিনওয়ারকে তিনবার গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৯৮২ সালে প্রথমবার আটকের পর ইসরায়েলি বাহিনী তাকে চার মাস প্রশাসনিক কারাগারে রাখে।

১৯৮৮ সালে সিনওয়ারকে তৃতীয়বার গ্রেফতার করা হয় এবং চারটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সিনওয়ার যখন কারাবাসে ছিলেন, তখন ইসরায়েলি সৈনিক গিলাদ শালিতের ট্যাঙ্কটি হামাসের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হয় এবং ওই ইসরায়েলি সৈন্যকে জিম্মি করা হয়।

শালিতকে বলা হত সবার মানুষ, তাই ইসরায়েলকে তার মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে হয়েছিল।

মুক্তির আনুগত্য নামে একটি বন্দী বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে এটা ঘটে, যেখানে ফাতাহ এবং হামাস আন্দোলনের অনেক বন্দীদের সঙ্গে ইয়াহিয়া সিনওয়ারও ছিলেন। ২০১১ সালে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর সিনওয়ার হামাস আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং এর রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য হিসাবে তার অবস্থানে ফিরে আসেন।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিনওয়ারের নাম আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

ইসমাইল হানিয়াহের উত্তরসূরি হিসেবে ২০১৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী সিনওয়ার গাজা উপত্যকার রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান নির্বাচিত হন।

আব্দুল্লাহ বারঘৌতি

ডেটোনেটর তৈরির পাশাপাশি আলু থেকে বিস্ফোরক যন্ত্র এবং বিষাক্ত পদার্থ তৈরিতে কাজ করেছিলেন এই ইঞ্জিনিয়ার।

বারঘৌতি ১৯৭২ সালে কুয়েতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯০ সালে দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের পর জর্ডানে চলে যান।

তিনি জর্ডানের নাগরিকত্ব ধারণ করেছিলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের জন্য ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য যোগদানের আগে, যার ফলে তিনি বিস্ফোরক তৈরি করতে শিখেছিলেন।

জর্ডানের নাগরিকত্ব পাবার আগে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেন, যার ফলে তিনি বিস্ফোরক তৈরি করতে শিখেছিলেন। ফিলিস্তিনে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার কারণে তিনি পড়াশোনা শেষ করেননি।

একদিন চাচাতো ভাই বিলাল আলবারগৌথিকে পশ্চিম তীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যায় এবং তার দক্ষতা দেখানোর আগ পর্যন্ত তার আশেপাশের কেউই বিস্ফোরক তৈরির বিষয়ে তার দক্ষতা সম্পর্কে জানত না।

বিলাল তার কমান্ডারকে এবিষয়ে বলার পর আবদুল্লাহ বারগৌথিকে কাসাম ব্রিগেডসের দলে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ডেটোনেটর তৈরির পাশাপাশি আলু থেকে বিস্ফোরক যন্ত্র এবং বিষাক্ত পদার্থ তৈরিতে কাজ করেছিলেন এই ইঞ্জিনিয়ার। বারঘৌতি তার শহরের একটি গুদামে সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য বিশেষ কারখানা স্থাপন করেছিলেন।

ইসরায়েলি বিশেষ বাহিনী ২০০৩ সালে আকস্মিকভাবে বারঘৌতিকে গ্রেপ্তার করার পর তাকে তিন মাস জিজ্ঞাসাবাদে রাখা হয়।

বারঘৌতিকে কয়েক ডজন ইসরায়েলির মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করা হয় আর তার দ্বিতীয়বার বিচারের সময় অনেক নিহতদের পরিবারের সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

তাকে ৬৭ টি যাবজ্জীবন এবং ৫ হাজার ২০০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় যা ইসরায়েলের ইতিহাসে দীর্ঘতম সাজা। এটি সম্ভবত মানব ইতিহাসেও সর্বোচ্চ।

তাকে কিছু সময়ের জন্য নির্জন কারাগারে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তার অনশনে যাবার কারণে এটি বন্ধ করা হয়।

বারঘৌতিকে ছায়ার রাজপুত্র নামে ডাকা হয়। কারণ কারাগারে থাকার সময়

তিনি এই নামে এই বই লিখেছিলেন। বইটিতে তিনি তার জীবন এবং অন্যান্য বন্দীদের সাথে যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। কীভাবে তিনি ইসরায়েলি সামরিক চেকপোস্টের মাধ্যমে বিস্ফোরক পেয়েছিলেন, কীভাবে অনেক দূরে বোমা হামলা পরিচালনা করেছিলেন সে বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন।

ইসমাইল হানিয়ে

ইসমাইল হানিয়ে হামাস আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান এবং ফিলিস্তিন সরকারের দশম প্রধানমন্ত্রী।

আবু আলআবদ ডাকনামের ইসমাইল আবদেল সালাম হানিয়ে জন্মেছিলেন ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে। তিনি হামাস আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান এবং ফিলিস্তিন সরকারের দশম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২০০৬ সাল থেকে তিনি ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ইসরায়েল ১৯৮৯ সালে তাকে তিন বছর বন্দী করে রাখে। এরপর তাকে মারজ আলজুহুর নামের ইসরায়েল এবং লেবাননের মধ্যকার একটি নোম্যানসল্যান্ডে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে তিনি ১৯৯২ সালে বেশ কয়েকজন হামাস নেতার সাথে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে একটি পুরো বছর কাটিয়েছিন। নির্বাসনে থাকার পর তিনি গাজায় ফিরে আসেন এবং ১৯৯৭ সালে হামাস আন্দোলনের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনের অফিসের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন, যা তার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে।

২০০৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হামাস তাকে ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে এবং একই মাসের ২০ তারিখ তাকে নিযুক্ত করা হয়।

এক বছর পর ফিলিস্তিনের জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস হানিয়ে তার পদ থেকে বরখাস্ত করেন। কারণ ইজ আলদিন আলকাসাম ব্রিগেডস গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে আব্বাসের ফাতাহ আন্দোলনের প্রতিনিধিদের বহিষ্কার করে। সেই সহিংসতায় অনেকে মারা যায়।

মি. হানিয়ে তার বরখাস্তকে অসাংবিধানিক বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তার সরকার দায়িত্ব অব্যাহত রাখবে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি তাদের জাতীয় দায়িত্ব ছেড়ে যাবে না। হানিয়ে এর পর বেশ কয়েকবার ফাতাহ আংদোলনের সাথে সমঝোতার আহ্বান জানিয়েছে। ২০১৭ সালের ৬ মে তিনি হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর হানিয়েকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে।

খালেদ মেশাল

মেশাল হামাস আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য।

খালেদ মেশাল 'আবু আলওয়ালিদ' ১৯৫৬ সালে সিলওয়াদের পশ্চিম তীরের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারসহ কুয়েতে চলে যাওয়ার আগে তিনি সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। আর কুয়েতে যাবার পর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন।

মেশাল হামাস আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য। মেশাল হামাস আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য। ১৯৯৬ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে তিনি রাজনৈতিক ব্যুরোর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং ২০০৪ সালে শেখ আহমেদ ইয়াসিনের মৃত্যুর পর এর নেতা নিযুক্ত হন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ১৯৯৭ সালে মেশালকে হত্যার জন্য গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের প্রধানকে নির্দেশ দেন। তিনি এই হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। মোসাদের দশজন এজেন্ট কানাডার জাল পাসপোর্ট নিয়ে জর্ডানে প্রবেশ করে সেই সময়ে জর্ডানের নাগরিক খালেদ মেশালকে রাজধানী আম্মানের একটি রাস্তায় হাঁটার সময় বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে ইনজেকশন দেওয়া হয়।

জর্ডানের কর্তৃপক্ষ হত্যা প্রচেষ্টার সন্ধান পায় এবং জড়িত দুই মোসাদ সদস্যকে গ্রেফতার করে।

জর্ডানের প্রয়াত রাজা হুসেইন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কাছে মেশালকে যে বিষাক্ত পদার্থের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিষেধক চান, কিন্তু নেতানিয়াহু প্রথমে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের হস্তক্ষেপে নেতানিয়াহুকে প্রতিষেধক সরবরাহ করতে বাধ্য করায় এই হত্যা প্রচেষ্টা একটি রাজনৈতিক মাত্রা নেয়। মেশাল ২০১২ সালের সাত ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো গাজা উপত্যকায় যান। ১১ বছর বয়সে তিনি চলে যাওয়ার পর ফিলিস্তিনি অঞ্চলে এটাই তার প্রথম সফর ছিল। রাফাহ ক্রসিংয়ে পৌঁছানোর পর বিভিন্ন দল ও জাতীয় পর্যায়ের ফিলিস্তিনি নেতারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং গাজা শহরে পৌঁছনো পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের তাকে অভ্যর্থনা জানাতে রাস্তার ধারে ভিড় করে।

২০১৭ সালের ৬ মে আন্দোলনের শুরা কাউন্সিল ইসমাইল হানিয়াহকে রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করে।

মাহমুদ যাহার

হামাস আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় মাস পর মাহমুদ যাহারকে ইসরায়েল আটক করে।

মাহমুদ জাহার ১৯৪৫ সালে গাজার একজন ফিলিস্তিনি বাবা এবং একজন মিশরীয় মায়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিশরের ইসমাইলিয়া শহরে তার শৈশব কাটান।

গাজাতেই তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে কায়রোর আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনারেল মেডিসিনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৭৬ সালে জেনারেল সার্জারিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। স্নাতকের পর তার রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ তাকে বরখাস্ত করার আগ পর্যন্ত তিনি গাজা এবং খান ইউনিসের হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন।

জাহারকে হামাসের অন্যতম প্রধান নেতা এবং আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হামাস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠার ছয় মাস পর ১৯৮৮ সালে মাহমুদ জাহারকে ছয় মাস ইসরায়েলি কারাগারে রাখা হয়েছিল। ১৯৯২ সালে ইসরায়েল থেকে মারজ আলজুহুরে নির্বাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিও ছিলেন, যেখানে তিনি পুরো এক বছর কাটিয়েছেন।

২০০৫ সালে হামাস আন্দোলন আইনসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর থেকে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিন সরকারকে বরখাস্ত করার আগ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়াহর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন যাহার।

ইসরায়েল ২০০৩ সালে গাজা শহরের রিমাল এলাকায় যাহারের বাড়িতে এফ১৬ বিমান থেকে অর্ধটন ওজনের একটি বোমা ফেলে তাকে হত্যার চেষ্টা করে। হামলায় তিনি সামান্য আহত হলেও তার বড় ছেলে খালেদের মৃত্যু হয়।

২০০৮ সালের ১৫ জানুয়ারি গাজার পূর্বে ইসরায়েলি অভিযানে নিহত ১৮ জনের একজন ছিলেন তার দ্বিতীয় ছেলে হোসাম। হোসাম কাসাম ব্রিগেডের সদস্যও ছিলেন।

দ্য প্রবলেম অফ আওয়ার কনটেম্পরারি সোসাইটি... আ কোরআনিক স্টাডি, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর লেখা বইয়ের প্রতিক্রিয়ায় নো প্লেস আন্ডার দ্য সান এবং অন ফুটপাথ নামের উপন্যাসসহ যাহারের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক কাজ রয়েছে।